দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-৩৩৬ ॥ ২৮ মার্চ ২০২৪ ॥ ১৪ চৈত্র ১৪৩০ বাংলা ॥ ১৭ রমজান ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

দায়িত্বরতদের দায়িত্বহীনতায় ঈশ্বরদীতে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে : রেলমন্ত্রী

রাজবাড়ী প্রতিনিধি : লোকোমাস্টারসহ দায়িত্বরতদের দায়িত্বহীনতার কারণে পাবনার ঈশ্বরদীতে দুই ট্রেনের সংঘর্ষ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন রেলপথমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. জিল্লুল হাকিম। গতকাল বুধবার সকাল সোয়া ১১টায় রাজবাড়ীর পাংশায় জেলা পরিষদ ডাক বাংলোতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। মন্ত্রী বলেন, ঈশ্বরদীতে যে ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, এটি খুবই অনভিপ্রেত। এটি দায়িত্বহীনতার পরিচয়। কারণ একজন লোকোমাস্টার ক্লিয়ারেন্স ছাড়া ট্রেন ছাড়বে, এটা কোনো সময় আশা করা যায় না। আমি আশা করব, সবাই সঠিকভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে এবং সমস্ত রকম দুর্ঘটনা থেকে রেলকে মুক্ত করবে। গত মঙ্গলবার (২৬ মার্চ) রাত পৌনে ১২টার দিকে পাবনার ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন এলাকায় মালবাহী দুটি ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

মাহে রমজানের সওগাত-১৭

স্টাফ রিপোর্টার : আজ ১৭ রমযান, ঐতিহাসিক বদর দিবস। হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রমযান মাসের এই দিনে বদর প্রান্তরে ইসলামের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধে মহান রাববুল আলামীন সরাসরি সাহায্য দানের মাধ্যমে মুসলমানদের বিজয় দান করেন। তাই এ দিবসকে ইয়াওমূল ফুরকান বা সত্য মিথ্যার পার্থক্যের দিন বলা হয়। সত্যপথের অনুসারী অল্প সংখ্যক রোযাদার মুসলমান বিশাল অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত মিথ্যার অনুসারী কাফের মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে সত্য মিথ্যার চির পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়।

মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত করে মদীনায় শান্তিতে অবস্থান করবে, চতুর্দিকে ইসলামের দাওয়াত পৌছাবে, মুহাম্মদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে এটা কাফের কুরাইশ বাহিনী কখনোই চায়নি। কোন মুসলমান পেলেই কোন কারণ

২-এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতার ৫৩ বছরে ২৯ বছর ছিল জাতির জন্য দুর্ভাগ্যের : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আজ আমরা স্বাধীনতার ৫৩ বছর পার করেছি। ৫৩ বছরের মধ্যে ২৯টা বছর এই জাতির দুর্ভাগ্যের বছর। এ দেশের মানুষ ছিল শোষিত বঞ্চিত। সেই জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, মুক্তিযুদ্ধ করে, স্বাধীনতার বিজয় এনে দেওয়া একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানকারীর জন্য সম্ভব। গতকাল বুধবার দুপুরে তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেছেন। শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার পর জিয়াউর রহমান মেজর থেকে মেজর জেনারেল হলো, এই প্রমোশনগুলা একে একে কে দিয়েছ? এটাও তো আওয়ামী লীগ সরকার দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দিয়েছে। এই অকৃতজ্ঞরা সেটাও ভুলে যায়। সরকারপ্রধান বলেন, স্বাধীনতার পর '৭৪ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তখন যে খাদ্য সচিব ছিল, এই খাদ্য সচিব বেইমানি করে ভ্রান্ত তথ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়েছিল। আমি '৮১ সালে দেশে আসি, সারা বাংলাদেশ ঘুরি, তখন প্রতিবছর দুর্ভিক্ষ লেগে থাকত। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন,যারা জাতির পিতা আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্যারিকেড দিচ্ছিল, তাদের উপর গুলি চালিয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। চট্টগ্রামের সেনাবাহিনীর দায়িত্বে জিয়াউর রহমান ছিল। সেই সময় যারা ব্যারিকেড দিয়েছে জিয়াউর রহমানও তাদের ওপর গুলি চালিয়েছে। আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেনড় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম, ইঞ্জি. মোশাররফ হোসেন, ড. আব্দুর রাজ্জাক, শাহজাহান খান, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম মান্নান কচি, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বেনজীর আহমেদ প্রমুখ।

দেশের মানুষ ছিল শোষিত বঞ্চিত। সেই জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, মুক্তিযুদ্ধ করে, স্বাধীনতার বিজয় এনে দেওয়া একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানকারীর জন্য সম্ভব

বৈষম্যের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান বাংলাদেশের সংবিধানের

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতি- গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র, যা সমতা ও সমঅধিকারকে উদ্বুদ্ধ করে ? সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সংবিধান শক্ত অবস্থানে রয়েছে। গত মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে ১৪৮তম আইপিইউ অ্যাসেম্বলি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রটেকশন অব মাইনরিটি রাইটস শীর্ষক ইভেন্টে প্যানেল স্পিকার হিসেবে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ সব কথা জানানো হয়? বক্তব্যের শুরুতেই শিরীন শারমিন চৌধুরী স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। স্পিকার বলেন, সংবিধানের প্রস্তাবনাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত একটি সমাজ গড়ে তোলাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য যেখানে সকলের জন্য সমতা, আইনের শাসন, মৌলিক স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার সুরক্ষিত থাকবে। তিনি বলেন, সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ৩১ অনুচ্ছেদে আইনের

২-এর পাতায় দেখুন

চাষিরা বলে, দাম কমলে সাংবাদিকরা লেখে না

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, 'রোজা শুরুর আগে বেগুনের দাম ছিল ৬০ থেকে ৭০ টাকা। আমি আজ বেগুন কিনেছি এখন ২০ টাকায়। সব সবজির দাম কম। চাষিরা এখন বলে, সাংবাদিকরা তো বলে দাম বেশি। এখন দাম কমল, এটা তো লেখে না।' গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন ড. রাজ্জাক। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'ভূরাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর কোনো ধারণা নেই। রিজভী মনে হয়, বম্বে মার্কা সিনেমা করছে।

২-এর পাতায় দেখুন

জাতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত বিএনপির : কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিএনপি নেতাদের জাতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গতকাল বুধবার বিকেলে আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেন তিনি। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে বিএনপি নেতাদের বক্তব্য দুরভিসন্ধিমূলক দাবি করে মন্ত্রী এ সময় বলেন, বিএনপি নেতাদের উচিত তাদের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের জন্য জাতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা। অথচ তারা সেটা না করে বরাবরের মতো দুরভিসন্ধিমূলক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের হত্যাকারীরা আজ যখন গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলে তখন বুঝতে হবে, তাদের ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। এটা গণতন্ত্রের জন্য তাদের মায়াকান্না ছাড়া আর কিছু নয়। গণতন্ত্রের প্রতি বিএনপির কোনো দায়বদ্ধতা নেই উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, গণতন্ত্রের জন্য তাদের এই আহাজারি মূলত একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলার মাস্টারমাইন্ড, হাওয়া ভবন-খোয়াব ভবনের অধিপতি, দুর্নীতি-সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নের বরপুত্র তারেক রহমানের দুঃশাসনের যুগে দেশকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু, এ দেশের গণতন্ত্রকামী দেশপ্রেমিক নাগরিক সমাজ এই অন্ধকারের অপশক্তির বিরুদ্ধে আজ ঐক্যবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, পঁচাত্তরের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের পর খুনি জিয়ার হাতে জন্ম নেওয়া বিএনপি যখন গণতন্ত্রের কথা বলে, মানবাধিকারের কথা বলে, ইতিহাস তখন বিদ্রুপের হাসি হাসে। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ইতিহাসের নিষ্ঠুর সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে অসাংবিধানিক পন্থায় বন্দুকের নলের মুখে জাতিকে জিম্মি করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। বিচারপতি সায়েমকে জোরপূর্বক অস্ত্রের মুখে সরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেছিল সে। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই

২-এর পাতায় দেখুন

ঈদের দিন বন্ধ থাকবে মেট্রোরেল

স্টাফ রিপোর্টার : যাত্রী চাহিদার কথা বিবেচনা করে মেট্রোরেল চলাচলের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানো হলেও পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন এ সেবা পুরোপুরি বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল)। গতকাল বুধবার থেকে রাত ৯টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু থাকবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে এর আগে গত মঙ্গলবার (২৬ মার্চ) বিকেলে রাজধানীর ইস্কাটনে ডিএমটিসিএলের অফিসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমএএন ছিদ্দিক জানান, পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন মেট্রোরেল সেবা পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। সেখানে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঈদের দিন মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ থাকবে। ঈদ যদি শনিবার বা বৃহস্পতিবার হয়, সেক্ষেত্রে মেট্রোরেলের স্বাভাবিক

২-এর পাতায় দেখুন

৬৮০ হাজার কোটি টাকায় তিন ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার : তিনটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ তিনটি ক্রয় প্রস্তাবের অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। এতে মোট ব্যয় হবে ৬৭৯ কোটি ৮৭ লাখ ৬৭ হাজার ১৫১ টাকা। গতকাল বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে প্রস্তাবগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার সচিব মো. মাহমুদুল হোসাইন খান সাংবাদিকদের জানান, আশুলিয়া, মাধবদী ও চান্দিনায় ১০ (+১০%) মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিক ৩টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ট্যারিফ প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কমিটি। ৩টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্পন্সর কোম্পানি সামিট পাওয়ার লিমিটেডের সঙ্গে সরকারের ১৫ বছর চুক্তির মেয়াদ ২০১৮ সালের ৩১ আগস্ট তারিখ উত্তীর্ণ হয়। তিনি বলেন, পরবর্তীতে আরও ৫ বছর বৃদ্ধি করা হয় যার মেয়াদ ২০২৩ সালের ৩১ আগস্ট উত্তীর্ণ হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে দ্বিতীয় বার আরও ৫ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বাপবিউবো সুপারিশ করে। বাপবিবো এবং নেগোসিয়েশন কমিটি কর্তৃক স্পন্সর

২-এর পাতায় দেখুন

উপজেলা নির্বাচন কেন্দ্রে ব্যালট যাবে ভোটের দিন সকালে

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো আসন্ন ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও অনিয়ম, কারচুপি ঠেকাতে ভোটের দিন সকালে কেন্দ্রে পাঠানো হবে ব্যালট পেপার। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নির্বাচন ব্যবস্থাপনা শাখার উপসচিব মো. আতিয়ার রহমান জানিয়েছেন এ সংক্রান্ত নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যে সকল উপজেলা পরিষদের নির্বাচন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সে সকল নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের দিন সকালে ব্যালট পেপার প্রেরণ করতে হবে। তবে দুর্গম পার্বত্য এলাকা, চর, দ্বীপাঞ্চল বা হাওড় বেষ্টিত এলাকার যে-সকল ভোটকেন্দ্রে সকালে ব্যালট পেপার পৌছানো

২-এর পাতায় দেখুন

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা আরও বেগবান হতো

স্টাফ রিপোর্টার : বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা আরও বেগবান হতো বলে মন্তব্য করেছেন ধর্মমন্ত্রী ফরিদুল হক খান। গতকাল বুধবার আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। ধর্মমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ৫৪ বছরে বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় ক্ষতটা তৈরি হয়েছে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে এ ক্ষতিটা করা হয়েছে। তিনি বেঁচে থাকলে আমরা সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়াকেও টপকে যেতে পারতাম।

মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ৫৩ বছরে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত

২-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুরে আশ্রয়নের ঘরে নেই বিদ্যুৎ " প্রশাসন থাকে এসি ঘরে "

গোমস্তাপুর সংবাদদাতাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলায় মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহারের ৬ টি বাড়িতে বিদ্যুৎ না থাকাই বিপাকে পড়েছে উপকারভোগীরা।

সেখানে একটি মটার বসানো থাকলে বিদ্যুৎ না থাকাই মটারে স্তপ জমে পরে আছে, তবে উপকারভোগীদের চরম ক্ষোভ, প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে থাকা আমাদের দাঁড়ায় সম্ভব না। জানা যায়, চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার বাঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড ব্রজনাথপুর (কাঁকড়া) পাড়া গ্রামে মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ২০২০-২০২১ এর অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাড়ি। উপকারভোগীরা জানান (ইউএনও) অফিস ও এসিলান্ড অফিস কে জানানো হলে কিছু তুয়াক্কা মনে করে না প্রশাসন। সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ওই আবাসনের ঘরে খুব কষ্টে জীবনযাপন করছেন উপকারভোগীরা। ওই আবাসনের ভূমিহীনদের বাড়িতে বিশুদ্ধ খাবার পানিরও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) হাবিবুর রহমান বলেন ১ম ধাপে ৩৯৫ টি,২য় ধাপে ২০০ টি, ৩য় ধাপে ৬৩ টি, ৪র্থ ধাপে ৭৫

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ২৮ মার্চ ২০২৪ ॥ ১৪ চৈত্র ১৪৩০ বাংলা

শিবলী কমিশনের শেষ সময়ে কঠিন চাপে শেয়ারবাজার

স্টাফ রিপোর্টার : চারদিকে মহামারি করোনাভাইরাসের আতঙ্ক। মৃত্যুভয়ে ঘর থেকে বের হওয়া প্রায় বন্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে সবাই জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত। ঠিক চার বছর আগে মৃত্যু তাড়া করে ফেরা অতিমারির এমনই অজানা আতঙ্কের দিনগুলোতে ভয়াবহ দরপতন দেখা দিলে বন্ধ করে দেওয়া হয় শেয়ারবাজারের লেনদেন। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) দায়িত্ব নিয়ে বেশকিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন শিবলী রুবাইয়াত-উল ইসলাম নেতৃত্বাধীন কমিশন। এতে মন্দার শেয়ারবাজারে ধীরে ধীরে গতি ফিরে আসে। কঠিন পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার দায়িত্ব নিয়ে যে কমিশন বিনিয়োগকারীদের মুখে হাসি ফোটায়, সেই কমিশনের মেয়াদের শেষ দিকে এসে কঠিন চপের মুখে পড়েছে শেয়ারবাজার। অব্যাহত দরপতনের মধ্যে প্রতিনিয়ত পুঁজি হারাচ্ছেন লাখ লাখ বিনিয়োগকারী। এমন পতনের প্রকৃত কারণ যেন খুঁজে পাচ্ছে না কোনো পক্ষই। ফলে বিনিয়োগকারীদের পুঁজি হারানোর আর্তনাদও থামছে না। বরং দিন যত যাচ্ছে বিনিয়োগকারীদের রক্তক্ষরণ তত বাড়ছে। ফলে নিয়ন্ত্রক সংস্থার ওপরও ক্ষোভ বাড়ছে বিনিয়োগকারীদের। শেয়ারবাজারের এই দরপতনকে 'অস্বাভাবিক' বলছেন বাজার

দরপতন থামছেই না পুঁজি হারিয়ে মাথায় হাত বিনিয়োগকারীদের

সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, বাজারে দরপতনের পেছনে কয়েকটি কারণ কাজ করছে। তবে সেসব কারণে বাজারে যে হারে দরপতন হওয়ার কথা, প্রকৃতপক্ষে দরপতনের মাত্রা তার থেকে বেশি। এখন বাজারে যে হারে দরপতন হচ্ছে তার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। করোনা আতঙ্কে ২০২০ সালের শুরুর দিকে শেয়ারবাজারে ভয়াবহ ধস নামলে লেনদেন বন্ধ করে দেন বিএসইসির তৎকালীন চেয়ারম্যান খায়রুল হোসেনের নেতৃত্বাধীন কমিশন। এমন পরিস্থিতিতে ২০২০ সালের মে মাসে বিএসইসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন শিবলী রুবাইয়াত-উল ইসলাম। তার সঙ্গে কমিশনার হিসেবে যোগ দেন আরও তিনজন। বিএসইসির দায়িত্ব নিয়ে নতুন কমিশন টানা ৬৬ দিন বন্ধ থাকা শেয়ারবাজারে আবার লেনদেন চালু করেন ওই বছরের ৩১ মে। বন্ধ থাকা লেনদেন চালু করার পাশাপাশি অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেয় শিবলী কমিশন। অনিয়মে জড়িত থাকায় একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বড় অঙ্কের জরিমানা করা হয়। সতর্ক করা হয় সরকারি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-কে। বিভিন্ন ব্রোকারেজ হাউসকে জরিমানার পাশাপাশি সতর্ক করা হয়। পরবর্তীকালে আইসিবি পুনর্গঠনের উদ্যোগ ৭-এর পাতায় দেখুন

ট্রেনে ঈদযাত্রা ৭ এপ্রিলের টিকিট মিলবে আজ

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদ উপলক্ষে গত ২৪ মার্চ থেকে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। সেই ধারাবাহিকতায় আজ বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) বিক্রি হবে ৭ এপ্রিলের টিকিট। গুগল নিউজে ফলো করুন আরটিভি অনলাইন যাত্রীদের টিকিট সংগ্রহ সহজ করতে বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে চলাচলরত সব আন্তনগর ট্রেনের টিকিট সকাল ৮টা থেকে এবং পূর্বাঞ্চলে ট্রেনের টিকিট দুপুর ২টা থেকে ইস্যু করা হচ্ছে? এদিকে, গতকাল বুধবার সকাল থেকে ৬ এপ্রিলের টিকিট বিক্রি শুরু করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। এর আগে, ৩ এপ্রিলের টিকিট ২৪ মার্চ, ৪ এপ্রিলের টিকিট ২৫ মার্চ এবং ৫ এপ্রিলের টিকিট বিক্রি হয়েছে ২৬ মার্চ। এ ছাড়া ৮ এপ্রিলের টিকিট ২৯ মার্চ, ৯ এপ্রিলের টিকিট ৩০ মার্চ এবং চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে ১০, ১১ ও ১২ এপ্রিলের টিকিট বিক্রি করবে রেলওয়ে। এবার শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রি করা হচ্ছে। তবে, যাত্রীদের ৭-এর পাতায় দেখুন

গতকাল বুধবার পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত মাসিক সভায় সভাপতিত্ব করেন -পিআইডি

নববর্ষ নিয়ে ফেসবুকে অপপ্রচার চালালে আইনি ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলা নববর্ষ উদযাপন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যারা অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করছে, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে বাংলা নববর্ষ বরণের দিন সব অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে শেষ করতে হবে এবং অনুষ্ঠানে ফানুস বা আতশবাজি ফুটানো যাবে না ও ভুভুজেলা বাঁশি বাজানো নিষিদ্ধ থাকবে। গতকাল বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলা নববর্ষ-১৪৩১ উদযাপন ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে যে কারণে আশঙ্কাজনক হারে কমেছে জন্মনিয়ন্ত্রণ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে দুই বছরের ব্যবধানে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের সংখ্যা ৩ দশমিক ৫ শতাংশ কমেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর দাম বাড়া এবং এ সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণায় ঘাটতি থাকায় এমনটি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যানুযায়ী, দেশে ২০২১ সালে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ছিল ৬৫ দশমিক ৬ শতাংশ। যা ২০২২ সালে কমে হয় ৬৩ দশমিক ৩ শতাংশ। এরপর ২০২৩ সালে এই হার আরও কমে ৬২ দশমিক ১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শহরের চেয়ে গ্রামে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহাকারী বেশি কমেছে (১ দশমিক ৩ শতাংশ)। ২০২২ সালে গ্রামে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৬২ দশমিক ৯ শতাংশ থাকলেও ২০২৩ সালে তা কমে হয়েছে ৬১ দশমিক ৬ শতাংশ। অন্যদিকে ২০২২ সালে শহরে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৬৪ দশমিক ৩ শতাংশ ৭-এর পাতায় দেখুন

একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল

স্টাফ রিপোর্টার : একাত্তরের পরাজয়ের পরিশোধ নেওয়া এবং একটি দেশকে হত্যা করার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, "বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার দেশনেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন।" গতকাল বুধবার নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় একথা বলেন তিনি।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, "যারা বঙ্গবন্ধুকে সাধারণ করতে চায় তারা বাংলাদেশের উন্নয়নকে, দেশের এগিয়ে যাওয়াকে সহ্য করতে পারেন না। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা কেন সোনার বাংলা হয়ে গেল, বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা কেন পৃথিবীর একটি বিস্ময়কর জায়গায় চলে গেল, কেন পৃথিবীতে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হলো এটা তাদের বড় কষ্ট। তারা এই উন্নয়ন চায় না। দেশের উন্নয়ন এবং স্বাবলম্বী হওয়া তারা চায় না এজন্য বিভিন্নভাবে বঙ্গবন্ধুকে খাটো করার চেষ্টা করে।"তিনি বলেন, "৭৫ এর পরে অনেক পানি গড়িয়েছে। এই স্বাধীনতার মাসে এসে আমরা দেখছি আবারো পানি ঘোলা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দল ভারতবিরোধী স্লোগান শুরু করেছে। 'ভারত আউট' কর্মসূচি দিচ্ছে। তাদের এই স্লোগান ও কর্মসূচির মানেই হলো সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে এখানে আহ্বান করানো, জঙ্গি তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠা করা।"তিনি আরও বলেন, "ভারত সরকার ভারতবাসী মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদেরকে যেভাবে সহায়তা করেছে সেটা ভুলে গেলে চলবে না। মুক্তিযুদ্ধের সময় ৭-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ বাড়ল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ওই প্রজ্ঞাপনে। গতকাল বুধবার রাষ্ট্রপতির আদেশে মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগের উপ-সচিব মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লার স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারের নির্বাহী আদেশে আগের মতো দুই শর্তে (বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে বিদেশে যেতে পারবেন না ও ঢাকায় থেকে চিকিৎসা নেওয়া) খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, গত ২৫ মার্চ থেকে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত কার্যকর হবে। এ সময় তিনি নিজ বাসায় থেকেই চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করবেন এবং চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে পারবেন না। এর আগে, গত ২০ ৭-এর পাতায় দেখুন

টিপু-প্রীতি হত্যা মামলার চার্জগঠন পিছিয়ে ২৫ এপ্রিল

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর শাহজাহানপুরে আওয়ামী লীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম টিপু ও কলেজছাত্রী সামিয়া আফরান প্রীতিকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় চার্জগঠনের তারিখ পিছিয়ে আগামী ২৫ এপ্রিল দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকার বিশেষ দায়রা জজ-৩ মোহাম্মদ আলী হোসেনের আদালতে এ মামলার চার্জ শুনানির দিন ধার্য ছিল। তবে কারাগারে থাকা আসামি ইশতিয়াক আহমেদ জিতুকে এদিন আদালতে হাজির না করায় আদালত শুনানির নতুন দিন ধার্য করেন। গত ৫ জুন ৩৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক ইয়াসিন শিকদার। তদন্তে ৩৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। তবে এক্সেল সোহেল নামে এক আসামির পূর্ণাঙ্গ নাম-ঠিকানা পাওয়া না যাওয়ায় মামলা থেকে অব্যাহতির আবেদন করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা। চার্জশিটভুক্ত আসামিরা ৭-এর পাতায় দেখুন

দস্যুদের নতুন কৌশলের কথা জানালেন নাবিক

পনেরো দিনেও মুক্তি মেলেনি ২৩ জিম্মি নাবিকের

স্টাফ রিপোর্টার : ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ার জলদস্যুদের কবলে পড়া বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ 'এমভি আবদুল্লাহ'র ২৩ নাবিকের ১৫ দিনেও মুক্তি মেলেনি। কবে মুক্তি মিলবে সে বিষয়েও সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারছেন না কেউ। মুক্তির সংবাদ শোনার অধীর অপেক্ষায় আছেন জিম্মি নাবিকদের স্বজনরা। প্রতিদিন নাবিকদের স্বজনরা ফোন করে খোঁজ নিচ্ছেন জাহাজটির নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান এসআর শিপিংয়ের কর্মকর্তাদের কাছে। এ বিষয়ে কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম বলেন, 'আমরা নাবিকদের দ্রুত জিম্মিদশা থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা চাচ্ছি নাবিকরা যাতে ঈদের আগে মুক্তি পান। আমরা এ লক্ষ্যে কাজ করছি। নাবিকদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। দস্যুদের সঙ্গেও আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলছি।' আবদুল্লাহ জাহাজে জিম্মি ওয়েলার মোহাম্মদ শামসুদ্দিনের ভগ্নিপতি বদরুল ইসলাম বলেন, 'আমার শ্যালক শামসুদ্দিন রবিবার রাতে ফোন করে জানিয়েছে তারা সুস্থ আছে। সমস্যা হচ্ছে পানি নিয়ে। জাহাজের স্বাদু পানির লাইন চালু করা হচ্ছে সপ্তাহে মাত্র দুবার। তাও ঘণ্টাখানেকের জন্য। বাকি সময় ব্যবহারের জন্য নিতে হচ্ছে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি। লবণাক্ত পানি ব্যবহারে কারও কারও শরীরে অ্যালার্জিসহ চর্মরোগ দেখা দিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'গত কিছুদিন ধরে জাহাজে এক ইংরেজি জানা লোক যোগ দিয়েছে দস্যুদের সঙ্গে। ধারণা করা হচ্ছে, তার মাধ্যমে জাহাজমালিকের কাছে মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে।' এদিকে, দস্যুদের পক্ষ থেকে গত ২০ মার্চ দুপুরে জাহাজ মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এরপর দস্যুদের সঙ্গে জাহাজমালিকের বেশ কয়েক দফা যোগাযোগ হয়। তবে দস্যুরা কত টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে সে বিষয়ে মালিকপক্ষ থেকে কিছুই জানানো হয়নি। মুক্তিপণ নিয়ে দস্যুদের সঙ্গে চূড়ান্ত সমঝোতা হয়েছে কিনা সে বিষয়েও কিছু জানানো হয়নি। সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজের ক্যাপ্টেন আতিক ইউ এ খান বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার এবং জাহাজ মালিক জাহাজে কমান্ডো অপারেশনের ৭-এর পাতায় দেখুন

অপেক্ষায় স্বজনরা

মৌলভীবাজারে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বিদ্যুতায়িত সবারই মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের জুড়ীতে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে একই পরিবারের স্বামী-স্ত্রী সন্তানসহ পাঁচজনের মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার মাথায় মারা গেছে তাদের মেয়ে সোনিয়া আক্তারও (৮)। নিহত ফয়জুর রহমানের ছোট মেয়ে সোনিয়া। এ নিয়ে পুরো পরিবারের মোট ৬ জন সদস্যই মারা গেল। বুধবার ভোরে ঢাকার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পৌঁছার আধা ঘণ্টার মাথায় সোনিয়ার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন জুড়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) লুসিকান্ত হাজং। জানা যায়, বুধবার দুপুরের দিকে ঢাকা থেকে সোনিয়ার লাশ উপজেলার ২নং পূর্বজুড়ী ইউনিয়নের পূর্ব গোয়ালবাড়ী ভাঙ্গারপার এলাকার নিজ বাড়ির আঙিনায় পৌঁছে। এর পর দুপুর ২টায় জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়। এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সোনিয়ার ৭-এর পাতায় দেখুন

ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় আবাসন ব্যবসায়ী, যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে জমি জালিয়াতি'র অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজশাহীতে আবাসন ব্যবসায়ীকে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করার অভিযোগসহ ওই আবাসন ব্যবসায়ীর জমি জালিয়াতি মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ যুবলীগ নেতা ও ব্যবসায়ীকের বিরুদ্ধে। আদালতে নির্দেশনা অমান্য করে জালিয়াতি মাধ্যমে জমি হাতিয়ে নেওয়া ওই যুবলীগ নেতা তৌরিদ আল মাসুদ রনি। ওই জমির মালিক আবু হানিফ প্রথমে জমিটি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মোস্তাফিজুর রহমানকে দেন। পরে সেই জমি জালিয়াতি মাধ্যমে রনিকে প্রদান করেন। মোস্তাফিজুরের টাকা ও জমি ফেরত না দিয়ে তা হাতিয়ে নিতে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন তারা। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তুরুপের তাস হিসেবে এজাজুল হক নামে এক ব্যক্তিকে ব্যবহার করে মিথ্যা প্রতারণা মামলা দায়ের করেন মোস্তাফিজুরের বিরুদ্ধে। ওই মামলা করতে মোটা অংকের উৎকোচ নিয়েছে থানা। আরও অনেক মিথ্যা মামলার অভিযোগ নিয়ে মোস্তাফিজকে হয়রানি করছেন ওসি হুমায়ুন কবির। জমি জালিয়াতিতে জড়িত রাজশাহী মহানগর যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও এসকে এন্ড ট্রায়াঙ্গল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তৌরিদ আল মাসুদ রনি এবং তার সহযোগি মাহাতাব উদ্দিন চন্দন, সান রমিও, খায়রুল আনাম। জমিটি হাতিয়ে নিতে ও অর্থ আত্মসাৎ করার লক্ষে ভূক্তভোগী গ্রীন প্লাজা রিয়েল এস্টেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোস্তাফিজুর রহমানকে নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। নিরাপত্তা চেয়ে মোস্তাফিজ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সর্বোচ্চ পর্যায়ে আবেদন করেছেন।। জমি জালিয়াতি ঘটনায় জমির মালিক আবু হানিফ ও রাজশাহী জেলা সাব-রেজিস্টার কার্যালয়ে দায়িত্ব পালনকারীদের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা জড়িত বলেও জানা ৭-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষ পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তনের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে রাজশাহীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। বুধবার সকালে মহানগরীর সাহেববাজার জিরোপয়েন্টে ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বক্তব্য দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা বলেন, ১৯ মে থেকে অনার্স চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষা শুরু হবে। রুটিনে প্রত্যেক পরীক্ষার মাঝে একদিন করে ছুটি রয়েছে। কিন্তু এতে তারা ক্ষতির মুখে পড়বেন। যেকোনো পরীক্ষা নিতে দেড় মাস সময় বরাদ্দ থাকে। সেখানে তড়িঘড়ি করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের পরীক্ষা শেষ করতে চাচ্ছে। এর আগে কখনোই এমনভাবে রুটিন তৈরি করা হয়নি। তারা প্রত্যেক পরীক্ষার মাঝে কমপক্ষে তিন দিন করে ছুটি চান। কারণ এটা তাদের শেষ বর্ষ, কোনো কারণে ৭-এর পাতায় দেখুন

নাচোল উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত

এম,এ বারী উপজেলা প্রতিনিধি, নাচোলঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর নাচোল উপজেলায় দিনব্যাপী নানান আয়োজনের মধ্যদিয়ে, বিনম্র শ্রদ্ধা ও যথাযথ মর্যাদায় 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উদযাপিত হয়েছে । দিবসটি পালন উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা আওয়ামী লীগ নানান কর্মসূচি পালন করে। ২৬শে মার্চ (মঙ্গলবার) সকালে কর্মসূচির শুরুতে উপজেলা পরিষদ ভবনের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন নাচোল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও নাচোল উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল কাদের ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিলুফা সরকার। পর্যায়ক্রমে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপজেলা পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীরমুক্তিযোদ্ধাগণ,নাচোল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ নাচোল উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কর্মীরা। সে সময় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ সবুজ হাসান সরকার,নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ তারিকুর রহমান সরকার, পৌর পিতা আব্দুর রশিদ খান ঝালু, নাচোল উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মশিউর রহমান ৭-এর পাতায় দেখুন

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত কড়াইল বস্তির শিশুদের পাশে সেল্ফ ডিফেন্স টিম

স্টাফ রিপোর্টার : গত ২৪ মার্চ বিকেলে ঢাকার বনানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুই শতাধিক পরিবার। ঘরবাড়ি পুড়ে সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে পরিবারগুলো। সেখানকার শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের বইখাতা, খেলার জিনিসপত্র সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ৮০০ মানুষের বসবাসের এই বস্তিতে তিন শতাধিক শিশু রয়েছে। প্রায় তিন বছর ধরে বস্তির শিশুদের সাথে 'সেল্ফ ডিফেন্স টিম' এবং 'সূবর্ণরেখা' কাজ করছে। করাইল গুদাম বস্তির শিশু এবং পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে সেল্ফ ডিফেন্স টিম। এই অসহায় মানুষগুলোকে সাহায্যের হাত বাড়ানোর জন্যে পদক্ষেপ নেয় সুবর্নরেখা লিমিটেড ও ঢাকার সেল্ফ ডিফেন্স টিম। ২৬ মার্চ দিনব্যাপী সহযোগিতার কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন রকম কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু ও বস্তির বাসিন্দাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর কাজ করা হয়। কার্যক্রমের মধ্যে ছিল আর্ট ৭-এর পাতায় দেখুন

খাল-লেক পরিষ্কারের দায়িত্ব কার?

স্টাফ রিপোর্টার : ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি এবং দীর্ঘদিন পরিষ্কার না করার কারণে রাজধানীর হাতিরঝিল এখন মশা উৎপাদনের সবচেয়ে বড় জায়গা। হাতিরঝিল ছাড়াও উত্তরা খাল, গুলশান ও বারিধারা লেকেরও একই দশা। এ চারটি জলাধারের মালিক রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) হলেও দীর্ঘদিন ধরে এগুলো পরিষ্কারের কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না সংস্থাটি। রাজউকের উদাসীনতা এবং স্থানীয় জনসাধারণের ভোগান্তির কারণে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) এখন এসব লেক ও খালে পরিচ্ছন্নতা ও মশা নিধনে অভিযান চালাচ্ছে। সরেজমিন দেখা গেছে, হাতিরঝিলের দুই পাড়েই নানা ধরনের ময়লা আবর্জনার পাশাপাশি পানি থেকেও আসছে উৎকট গন্ধ। সর্বশেষ ২০২২ সালে ডিএনসিসি এখানে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালালেও এরপর প্রায় দুই বছরে হাতিরঝিল পরিষ্কারে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টরের রাজউক খালে প্রচুর কচুরিপানা থাকায় আশপাশের এলাকায় কিউলেক্স মশা ব্যাপক বেড়ে গেছে। এই খালটিতে রাজউকের পাশাপাশি ওয়াসারও মালিকানা রয়েছে। ডিএনসিসির পক্ষ থেকে মশা নিধনের জন্য মাঝেমধ্যে ওষুধ ছিটানো হলেও খালের কচুরিপানা থেকে আবার মশা জন্মায়। স্থায়ী সমাধানের জন্য খাল পরিষ্কারের বিকল্প না থাকলেও রাজউক বা ওয়াসা কেউই গত তিন বছরে এই খালটি পরিষ্কারের উদ্যোগ নেয়নি। গুলশান ও বারিধারা লেকের পাড়ে গিয়ে দেখা গেছে, পাশেই গুলশান জামে মসজিদ। মসজিদের ৭-এর পাতায় দেখুন

গুলশান লেক পরিষ্কার করছেন ডিএনসিসির কর্মীরা

হজ কাফেলার 'জিয়ারাহ্'

স্টাফ রিপোর্টান : ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিবহন করছে সৌদি আরবের মক্কা নগরী ও এর আশেপাশের স্থান। হজের কাফেলার সঙ্গে এমন কয়েকটি স্থান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। হজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পরে যারা হজের কাফেলা নিয়ে যায় তাদের একটি রুটিন প্রোগ্রাম হচ্ছে 'জিয়ারাহ্?'। যা এক ধরনের ভ্রমণ। এই জিয়ারাহ্-এর অংশ হিসেবে ইসলামী সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে হাজি সাহেদের নিয়ে যাওয়া হয়। সেটার অংশ হিসেবে প্রথমেই গেলাম জাবালে সুর বা সাওর পর্বত দেখতে। এই পর্বতকে গারে সাওরও বলা হয়। হযরত মুহাম্মাদ (স.) হিজরতের সময় জাবালে সুরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জানা যায়, হয়রত মুহাম্মদ (সা.) এই পর্বতের গুহার ভেতর অবেস্থান করেছিলেন। গুহার মুখে কবুতর বাসা বেঁধেছিল, মাকড়সা জাল বুনেছিল যাতে শত্রুপক্ষ মুহাম্মদ (স.) কে খুঁজে না পায়। তো, সেই জায়গায় গেলাম। ঘুরে দেখলাম। এখনও সেখানে ৭-এর পাতায় দেখুন

দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে এই মসজিদটি

সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে জামালপুরের বকশীগঞ্জে মসজিদে নূর

জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের বকশীগঞ্জে নির্মিত হয় মসজিদে নূর। দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে এই মসজিদটি। নান্দনিক সৌন্দর্যের এ মসজিদটি কাছে টানছে দর্শনার্থীদের। দেশের বিভিন্নস্থান থেকে মুসল্লিরা আসেন এখানে নামাজ আদায় করতে। শতবর্ষের পুরোনো কোনো মসজিদ না হলেও এর সৌন্দর্য যেন সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। মসজিদটিতে আসা মুসুল্লীদের দাবি, বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিভাগে এমন সুন্দর নান্দনিক মসজিদ এটি। মসজিদের দায়িত্বে থাকা ইমাম জানান, মারবেল পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মসজিদের কাঠামো। যা দেশের বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। জানা গেছে, হজে যাওয়ার পর মদিনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মসজিদটি নির্মাণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মাবুবুল হক চিশতী। তিন দরজাবিশিষ্ট মসজিদের ছাদের ম

গোমস্তাপুরে আশ্রয়নের ঘরে নেই

টি গোমস্তাপুর উপজেলায় সর্বমোট ৭৩৩ টি আশ্রয়নের ঘর আছে। তবে বিদ্যুতের বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বলেন আমার জানা মতে এ রকম সমস্যা নেই, যদি এ রকম থাকে তাহলে উপকারভোগীদের জানানো দরকার ছিল। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিশাত আনজুম অনন্যার সাথে সাক্ষাতে কথা হলে তিনি প্রতিবেদক কে জানান আশ্রয়নের ঘরে বিদ্যুৎ নেই খবর পাওয়ার পরেই তাদের বিদ্যুতের জন্য যা কাগজপাতি লাগে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতদিন থেকে কেন প্রধানমন্ত্রীর উপহারের বাড়িতে বিদ্যুৎ হয়নি এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাড়িগুলো হয়েছে। আপনারা আগে জানাইলে এ সমস্যাগুলো থাকতো না।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান

দৃষ্টিতে সমতা, সকলের সম-অধিকার ও আইনের আশ্রয়লাভের অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ আছে। বাংলাদেশ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা, নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশনসহ সমস্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বৈষম্যবিরোধী আইন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। স্পিকার বলেন, বাংলাদেশে বৈষম্য বিরোধী একটি বিল প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিলটি সমাজের সকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য বন্ধ করতে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ, সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বাড়াতে সহায়ক হবে। তিনি বলেন, খসড়া বিলটি সংসদে এলে তা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে যাচাই-বাছাইয়ের পর মূল রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হলে তা আইনে পরিণত হবে। সকলকে মৌলিক মানবাধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে, সমান অধিকারকে সমুন্নত রাখতে হবে, আইনের সমান সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

মাহে রমজানের সওগাত-১৭

ছাড়াই শুধু ঈমান আনার অপরাধে তার ওপর অত্যাচারের খড়গ চালাতো। নির্মম নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে হত্যা করতে বিবেকে বিন্দুমাত্র নাড়া দিতো না। এদিকে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ও তার বাহিনী সিরিয়া থেকে বিভিন্ন রসদ সামগ্রী নিয়ে মক্কায় ফিরতে ছিল। মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে কুরাইশদের গতিরোধ করার জন্য নির্দেশ দেন। মুসলমানরা বের হয়েছে এ সংবাদ মক্কায় পৌঁছার সাথে সাথে তারা রণশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মদীনায় আক্রমণ ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে বদর প্রান্তরে এসে জড়ো হয়। এদিকে আবু সুফিয়ানও তার দল রাস্তা পরিবর্তন করে নিরাপদে পৌঁছে যায়। মহানবী (সাঃ)-এর সাথে জনবল ছিল মাত্র ৩শ' ১৩ জন। এদের ৭০ জন মুহাজির ও বাকিরা আনসার। অপরদিকে কাফের, কুরাইশ বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১ হাজার। তন্মধ্যে ১০০ জন অশ্বারোহী, ৭০০ জন উস্ট্রারোহী ও বাকিরা পদব্রজী ছিল। মূলত: মুসলমানদের যুদ্ধ উদ্দেশ্য ছিল না বরং কাফেরদের ব্যবসায়ী কাফেলাকে ধরা উদ্দেশ্য ছিল। রাসুল (সাঃ) যখন কাফেরদের বের হবার কথা জানতে পারলেন তখন সাহাবাদের সংঘবদ্ধ করে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার সাথে ওয়াদা করেছেন দু'টি দলের একটি হয়তো ব্যবসায়ী কাফেলা অথবা অন্যটি সৈন্যবাহিনী। সাহাবাগণ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিচলিত অবস্থা দেখে বললেন যে, হে রাসুল (সাঃ) আপনি আমাদেরকে ধৈর্যশীল, যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ় অবস্থানকারী, আনুগত্যশীল, সাহসী, অকুতভয় ও নির্দেশ বাস্তবায়নে আপোসহীন ও দ্রুতগামী পাবেন। নবী করিম (সাঃ) মুহাজির ও আনসারদের কথা শুনে খুশি হয়ে বললেন- তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলছি আমার এমন মনে হচ্ছে যে, আমি যেন মুশরিক জাতির হত্যাযজ্ঞ লক্ষ্য করছি। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) সাহাবীদের নিয়ে বদর কূপের নিকট পৌঁছেন। কুরাইশরা অপর প্রান্তে অবস্থান করলো। রাতে আল্লাহ তা'আলা এমন বৃষ্টিবর্ষণ করেন যা কাফিরদের জন্য বিরাট বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা সম্মুখে অগ্রসর হতে পারেনি। অপরদিকে মুসলমানদের জন্য সুবিধা হয়। সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হলে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে ফরিয়াদ করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়ায় বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! এ কঠিন মুহূর্তে আপনি আমাকে সাহায্য করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি আমাকে দিয়েছেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রদত্ত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির শপথ করে বলছি, যদি আপনি বিজয়ী না করেন, তাহলে এ পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার কেউ থাকবে না। মহান রাববুল আলামীন রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবাদের ডাকে সাড়া দিলেন। যা আল-কুরআনের সূরা আল আনফালের ১২-১৪ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন, ''আর স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন আপনার রব ফেরেশতাদের কাছে এ মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠালেন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা পরস্পরে ঈমানদারদের মনোবল ও সাহস বৃদ্ধি করো। আর আমি অচিরেই কাফেরদের অন্তকরণে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করবো। তোমরা কাফিরদের ঘাড়ে আঘাত কর এবং জোড়ায় জোড়ায় আঘাত কর।'' অন্যত্র বলা হয়েছে- ''আর আল্লাহ এমন সৈন্যবাহিনী দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন যা তোমরা দেখ নাই।'' রাসূল (সাঃ)-এর উৎসাহব্যাঞ্জক কথা শুনে উমাইর ইবনে হুমাম (রাঃ) হাতের খেজুর ফেলে দিয়ে বলতে লাগলেন, আমি কি শহীদ হলে জান্নাতে যাবো। রসুল (সাঃ) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। একথা শুনে উমাইর (রাঃ) খেজুর রেখে দিয়ে বললেন, আমি যদি জীবিত থাকি এবং খেজুরগুলো খেতে থাকি, তাহলে আমার জীবন দীর্ঘ হয়ে যাবে। এ বলেই তিনি খেজুর নিক্ষেপ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করলেন। যুদ্ধে কাফের কুরাইশ বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে। ৭০ জন কাফের নিহত ও ৭০ জন বন্দি হয়। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্য হতে ১৪ জন শহীদ হন।

বদর যুদ্ধের মাধ্যমে সত্য মিথ্যার পার্থক্য সুনিশ্চিত হয়েছে। এটি ছিল একটি অসম যুদ্ধ। যুদ্ধে অল্পসংখ্যক সৈন্যবাহিনী বেশি সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর ওপর বিজয় অর্জন করেছিল। সূরা আলে ইমরানের ১৩নং আয়াতে আল্লাহ উভয় দলের পরিচয় তুলে ধরে বলেছেন, ''এদের মধ্যকার একটি দল আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে আর অপর দল ছিল কাফির।''

জাতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া

বাংলাদেশ স্বপ্নের পথে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালো রাতে মানবসভ্যতার ইতিহাসে নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করা হয়েছিল। পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করা হয়েছিল। একইভাবে হস্তবকের দল ৩ নভেম্বর জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেছিল। সেদিন ঘাতকচক্র অসহায় নারী, শিশুকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল। সেদিন কোথায় ছিল গণতন্ত্র? কোথায় ছিল মানবাধিকার?

তিনি বলেন, ১৯৭৭ সালে হ্যাঁ-না ভোটের প্রহসনের নির্বাচনের নামে দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছিল স্বৈরাচার জিয়াউর রহমান। জিয়ার তথাকথিত গণতন্ত্র ছিল কারফিউ মার্কা গণতন্ত্র। লাগাতার সামরিক শাসন বলবৎ রেখে জনগণের ওপর দুঃশাসনের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল। ১৯৭৮ সালের ৩ জুন সেনাপ্রধানের দায়িত্বে থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আয়োজন করে গণতন্ত্রকামী জনগণের সঙ্গে নির্মম তামাশা করেছিল স্বৈরাচার জিয়া। অবৈধভাবে একইসঙ্গে সেনাপ্রধান, প্রধান সামরিক আইন কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রপতির পদ দখল করে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করেছিল সে। পরিকল্পিতভাবে গলা টিপে হত্যা করেছিল গণতন্ত্রকে, নির্বাসিত করেছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে।

সেই স্বৈরাচার জিয়ার হাতে প্রতিষ্ঠিত বিএনপি এখনও সুপরিকল্পিতভাবে এদেশের গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করতে অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে দাবি করে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রহসনের নির্বাচন করেছিল বেগম খালেদা জিয়া। জাতিকে উপহার দিয়েছিল মিরপুর ও মাগুরা মার্কা উপ-নির্বাচন। নির্বাচনে কারচুপি করে ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারায় আজিজ মার্কা নির্বাচন কমিশন গঠন এবং ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার সৃষ্টি করেছিল বিএনপি। অপারেশন ক্লিন হার্টের নামে তখন বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের ভয়াবহ নজির স্থাপন করা হয়েছিল। ২০০১ পরবর্তী সময়কালে বিএনপি-জামায়াত জোট শাসনামলে ২১ হাজার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল। স্বৈরাচারের গর্ভে জন্ম নেওয়া বিএনপি সুপরিকল্পিতভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করতে এখনও অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বিএনপিই এ দেশে গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিবন্ধক।

চাষিরা বলে, দাম কমলে সাংবাদিকরা

এটা সার্কাস না। তার ভূরাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে কোনো ধারণা নেই। সতেরশো মাইল আমাদের বর্ডার। এই বড় বর্ডার থাকা সত্ত্বেও আমাদের তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য হবে না, এটা সার্কাসের ক্রাউন ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারে?

উপজেলা নির্বাচন কেন্দ্রে ব্যালট যাবে

সম্ভব হবে না তার তালিকা ন্যূনপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করে কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ইসি ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৮ মে দেশের ১৫২টি উপজেলায় ভোটগ্রহণ করা হবে। এগুলোর মধ্যে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, যশোর, পিরোজপুর, জামালপুর, মানিকগঞ্জ, শরিয়তপুর, চাঁদপুর ও কক্সবাজার জেলার ২২ উপজেলায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে ভোটগ্রহণ করা হবে। এদিকে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য সর্বশেষ হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকার ছবিসহ ও ছবি ছাড়া সিডি জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ হতে সংগ্রহপূর্বক উল্লিখিত নির্বাচনে ব্যবহারের লক্ষ্যে আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে ০৩ (তিন) সেট ছবিসহ ভোটার তালিকা লেজার প্রিন্টার মুদ্রণ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে ইসি। এক্ষেত্রে ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারসহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করবেন। তবে প্রার্থীকে ছবি ছাড়া ভোটার তালিকার সিডি ক্রয় করতে হবে। এ বিষয়ে ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৩০ এর উপবিধি (৪) (খ) অনুযায়ী, পৌর এলাকার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড ভিত্তিক এবং পল্লী এলাকার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ভিত্তিক ছবি ছাড়া ভোটার তালিকার ইলেক্ট্রনিক কপি ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে পরিশোধ সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাবে। ভোটার তালিকা বিধিমালা অনুযায়ী, আগ্রহী সকল প্রার্থীকে রিটার্নিং অফিসারসহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে ছবি ছাড়া ভোটার তালিকার সিডি সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত অর্থ ট্রেজারি চালান পে-অর্ডারের মাধ্যমে টাকা জমা দিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কোনো ভোটার, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট বা অন্য কাউকেও ছবিসহ ভোটার তালিকার সিডি বিক্রয় করা যাবে না বা তার অনুলিপি প্রদান করা যাবে না। ছবিসহ ভোটার তালিকার কোনো ফটোকপিও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুমতি বা নির্দেশনা ছাড়া তৈরি করা যাবে না। ছবিসহ ভোটার তালিকা শুধুমাত্র নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারা ব্যবহার করবেন। আগামী ৮ মে প্রথম ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল, মনোনয়নপত্র বাছাই ১৭ এপ্রিল। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল ১৮ থেকে ২০ এপ্রিল। আপিল নিষ্পত্তি ২১ এপ্রিল, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২২ এপ্রিল। প্রতীক বরাদ্দ ২৩ এপ্রিল, আর ভোটগ্রহণ হবে ৮ মে। নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল আবেদন নিষ্পত্তি করবেন আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে জেলা প্রশাসক। মোট চার ধাপে অনুষ্ঠেয় ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পরবর্তীতে তিন ধাপের ভোটগ্রহণ ২৩ ও ২৯ মে এবং ৫ জুন অনুষ্ঠিত হবে। দেশে মোট উপজেলার সংখ্যা ৪৯৫টি।

৬৮০ হাজার কোটি টাকায় তিন

কোম্পানির সঙ্গে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে সুপারিশকৃত চুক্তির শর্ত চূড়ান্ত করে ৩টি গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেয়াদ ২০২৩ সালের ২২ নভেম্বর থেকে ৫ বছর বৃদ্ধির জন্য সামিট পাওয়ার লিমিডেটের সঙ্গে ট্যারিফ কিলোওয়াট ঘণ্টা ৫.৮২ টাকা হিসেবে নো ইলেক্ট্রিসিটি, নো পেমেন্ট ভিত্তিতে সংশোধিত চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মো. মাহমুদুল হোসাইন খান বলেন, বর্ধিত মেয়াদে (৫ বছরে) স্পন্সর কোম্পানিকে ৫৪৬ কোটি ৭৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হবে। বর্ণিত প্রস্তাবে ট্যারিফ আগের তুলনায়হ্রাস পাওয়ায় বর্ধিত মেয়াদে প্রায় ৬.৮১ কোটি টাকা ব্যয় সাশ্রয় হবে। বৈঠকে অনুমোদিত অন্যান্য প্রস্তাবগুলো হলো: ইন্সটলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন' প্রকল্পের আওতায় সিপিসি ঠিকাদারের সঙ্গে পঞ্চম সাপ্লিমেন্ট চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার সচিব মো. মাহমুদুল হোসাইন খান বলেন, ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় মহেশখালীতে ১টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ট্যাংক ফার্ম ও গভীর সমুদ্রে ১টি সিঙ্গেল পয়েন্ট মুংরিং এবং ১১০ কিলোমিটার দুইটি ডাবল পাইপলাইন স্থাপনের জন্য চায়না পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন ব্যুরোর (সিপিপিবি) সঙ্গে ৪টি সাপ্লিমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে সিপিপি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন ও পিপিসি'র সুপারিশ মোতাবেক টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে যথাযথ শক্তির টাগবোট সংগ্রহ, পাইলটেজ এবং আনুষঙ্গিক সার্ভিস অন্তর্ভুক্তির জন্য চায়না পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন ইঞ্জিনিয়ারিং কো. লি. এর সঙ্গে পঞ্চম সাপ্লিমেন্টারি অ্যাগ্রিমেন্ট বাবদ ৫.৭০ মিলিয়ন ইউএস ডলার সমপরিমাণ বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬২ কোটি ৮৪ লাখ ২৫ হাজার টাকায় চুক্তির প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলে কমিটি তাতে অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়া 'খুলনা থেকে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)' প্রকল্পের প্যাকেজ নং-ডব্লিউডি-১ এর পূর্ত কাজের তৃতীয় ভেরিয়েশন প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে ক্রয় কমিটি। প্রকল্পের প্যাকেজ নং-ডব্লিউডি-১১ এর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করছে ভারতের মেসার্স ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ১ হাজার ২৭৮ কোটি ৬৫ লাখ ৫২ হাজার ৯০৭ টাকা। চুক্তি অনুসারে কাজ চলমান অবস্থায় কিছু আইটেমহ্রাস/বৃদ্ধি হওয়ায় তৃতীয় ভেরিয়েশন বাবদ অতিরিক্ত ৭০ কোটি ২৩ লাখ ৯২ হাজার ১৫১ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে।

ঈদের দিন বন্ধ থাকবে মেট্রোরেল

নিয়ম অনুযায়ী শুক্রবার বন্ধ থাকবে এবং ঈদের দিনও বন্ধ থাকবে। এদিকে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) কর্তৃপক্ষ এর আগে জানায়, ১৬তম রমজানে মতিঝিল থেকে সর্বশেষ ট্রেন ৯টা ৪০ মিনিটে এবং উত্তরা থেকে সর্বশেষ ট্রেন ৯টা ২০ মিনিটে ছাড়বে। বর্তমানে মেট্রোরেল চলে সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত। পিক আওয়ারে প্রতি ৮ মিনিট পরপর এবং অফ পিক আওয়ারে ১২ মিনিট পরপর মেট্রো ট্রেন চলাচল করে। বুধবার থেকে বাড়তি সময়ে ১২ মিনিট পরপর ট্রেন চলাচল করবে। এতে চলাচলরত ট্রেনের সংখ্যা বাড়বে ১০টি। এতে দিনে মেট্রো চলাচলের মোট সংখ্যা হবে ১৯৪ বার।

ডিএমটিসিএল সূত্র জানিয়েছে, মেট্রোরেলের প্রতিদিন পাঁচ লাখ যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা আছে। এ ক্ষেত্রে প্রতি ৪ মিনিট পরপর ট্রেন চালাতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় ২৪ সেট ট্রেনও আছেও। আগামী জুনের মধ্যে সর্বোচ্চ সক্ষমতায় মেট্রোরেল চালানোর পরিকল্পনা আছে।

সরকারি ছুটির চেয়ে শ্রমিকদের ছুটি

পোশাক খাত নিয়ে এরইমধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা বারবার তাগাদ দিচ্ছি, তা নিশ্চিত করতে মালিকপক্ষকে আমরা বারবার তাগাদা দিচ্ছি। তারা আমাদের সঙ্গে সম্মত হয়েছেন যে কোনো অবস্থায় শ্রমিকরা রাস্তায় নামবেন না। যে কোনো কিছুর বিনিময়ে তাদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে। কবে শ্রমিকদের পাওনা দেওয়া হবে এমন প্রশ্নের জবাবে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঈদের আগেই দেওয়া হবে। একেকটি কারখানা একেক সময় দেবে।

সবাই একসঙ্গে দিতে পারবে না। তবে ঈদের ছুটির আগে শ্রমিকদের পাওনা দিতে হবে। ঈদের আগে লে-অফ ঘোষণা করা যাবে না।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দেশের উন্নয়ন

হয়েছে, বাংলাদেশ এখন বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের রোল মডেল। বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ। আর এসব অগ্রযাত্রার মূল নিয়ামক হলো স্বাধীনতা। মন্ত্রী ফরিদুল হক খান বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরে বলেন, দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। শতভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের হার কমেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোর প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমেছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল ও মেট্রোরেল নির্মাণ করা হয়েছে, মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এছাড়া পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। মো. ফরিদুল হক খান বলেন, বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মো. বশিরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ধর্মসচিব মু. আ. হামিদ জমাদ্দার, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. ফজলুর রহমান, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এএসএম শফিউল আলম তালুকদার, ৫৬০ মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. নজিবর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক মো. আনিসুর রহমান সরকার ও মো. হাবজ আহমদ প্রমুখ। আলোচনাসভা শেষে বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফিরাত এবং দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করা হয়।

ড. ইউনূস ইউনেস্কোর পুরস্কার

কার্যক্রম। একজন ইসরাইলি ভাস্করের দেয়া পুরস্কারকে তিনি ইউনেস্কোর পুরস্কার হিসেবে প্রচার করেছেন। আমরা ইউনেস্কোর একটি সদস্য রাষ্ট্র। ইউনেস্কো কমিশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন। বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশনের পক্ষ থেকে ইউনেস্কোর সদর দফতরে আমরা একটি ব্যাখ্যা পাঠাব এবং অবগত করবো। আমরা বলবো, ইউনেস্কোর নাম নিয়ে ড. ইউনূস বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন, যেটা অনৈতিক ও অপরাধমূলক। একজন ইসরাইলি ভাস্করের পুরস্কার ইউনেস্কোর নামে চালিয়ে দেওয়া দেশের জন্যও মানহানিকর বলে জানান তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল ও অপমানজনকও বটে। আমরা ইউনেস্কোকে এটা বলব। এছাড়া শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য ইউনূস যে দণ্ডিত হয়েছেন, সেটাও ইউনেস্কোকে জানাব। একজন দণ্ডিত ব্যক্তি ইউনেস্কোর নাম নিয়ে যে অপপ্রচার করছেন, এটি থেকে ইউনেস্কোকে সতর্ক করবো।

হেঁটে পদ্মাসেতুর রূপ উপভোগ

নবায়ন হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার বিকেলে ভুটানের রাজা বাংলাদেশ ত্যাগ করবেন।

গাজায় দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি

যুদ্ধবিরতির পাশাপাশি হামাসের হাতে থাকা জিম্মিদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির শর্ত রাখা হয়েছে। এই প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত ছিল ইসরায়েলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। তবে নিরাপত্তা পরিষদের বাকি ১৪টি দেশ প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেয়। এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস হয়েছে। এই প্রস্তাব অবশ্যই বাস্তবায়ন হতে হবে। যদি কোনো পক্ষ এই যুদ্ধবিরতি ও এর শর্তগুলো বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়, তাহলে তা হবে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের শামিল। গত শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতির খসড়া প্রস্তাব দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু রাশিয়া ও চীনের ভেটোর কারণে প্রস্তাবটি পাস হয়নি। সেদিন মস্কোর অভিযোগ ছিল, ওয়াশিংটনের দ্বিমুখী নীতি ইসরায়েলের ওপর কোনো চাপ তৈরি করছে না। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তোলা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় ১১ দেশ। বিপক্ষে দেয় তিন দেশ। আর ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে একটি দেশ। এদিকে ইরানে সফরকালে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়েহ বলেছেন, বৈশ্বিক সমর্থন হারাচ্ছে ইসরায়েল। তিনি বলেন, ইসরায়েল ?'অভূতপূর্ব রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার' সম্মুখীন হচ্ছে। ইসমাইল হানিয়েহ বলেন, ইসরায়েল এখন রাজনৈতিক আশ্রয় এবং সুরক্ষা হারাচ্ছে। সোমবার নিরাপত্তা পরিষদে আমরা এমন চিত্র দেখতে পেয়েছি।

ঈদের আগে ও পরে মোট ১১ দিন

৫ দিন, ঈদ এবং ঈদ পরবর্তী ৫ দিনসহ মোট ১১ দিন বালুবাহী বাল্ক হেড চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা, চাঁদাবাজি, চুরিসহ যেকোনো হয়রানি বন্ধে বিশেষ নজরদারি বৃদ্ধি করা, নৌযান চলাচলের পথে মাছ শিকারের জন্য জাল বিছানো প্রতিরোধ করা, বৈধ কাগজপত্র বিহীন কোনো নৌযান না চালানো, ন্যায্যমূল্যে ভাড়া আদায়ে তদারকি, টার্মিনাল ব্যতীত নদীর যেকোনো জায়গায় অন্য কোনো ছোট নৌযান থেকে যাত্রী ওঠানো বা নামানো বন্ধ নিশ্চিতকরণ, সকল নৌযানে পর্যাপ্ত ফায়ার ফাইটিংয়ের ব্যবস্থা করা। সভায় বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, বাঅনৌচ (যাপ), লঞ্চ মালিক সমিতি, নৌ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ নৌ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, কার্গো ট্রলার শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ জাহাজি শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন, বাংলাদেশ কার্গো ট্রলার বাল্ক হেড শ্রমিক ইউনিয়ন, লঞ্চ লেবার অ্যাসোসিয়েশন বাঘা বাড়ি, সুন্দরবন নেভিগেশন সদর ঘাট, এম কে শিপিং লাইন্সসহ নৌযান ও নৌপথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও নৌ পুলিশের সকল অঞ্চলের পুলিশ সুপারসহ নৌ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ব্যারিস্টার খোকনকে বারের

আইনজীবী সমিতির ২০২৪-২৫ এর মেয়াদকালের দায়িত্ব গ্রহন থেকে বিরত থাকবেন। আপনি/আপনারা দলের দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে দলীয় এই সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে পালন করবেন।'

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ২০২৪-২৫ সালের নির্বাচনে সভাপতি পদে ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকনসহ ৪টি পদে বিএনপি সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে সম্পাদক পদে শ

ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় আবাসন

গেছে। জমি জালিয়াতি চক্রটি মোস্তাফিজের কাছে ফ্ল্যাট ক্রয়কারী এজাজুল হক নামে এক ব্যক্তিকে দিয়ে ডকুমেন্টস ছাড়াই মিথ্যা মামলা করান। যদিও ওই ব্যক্তির ফ্ল্যাট ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়ে মোস্তাফিজুরের নিকট থেকে টাকা ফেরত নিয়ে নেয়। তবু শুধু হয়রানির লক্ষে তাঁর নামে প্রতারণা মামলা নেয় থানা বলে অভিযোগ মোস্তাফিজুরের। তিনি ওই মামলার অন্য সংস্থার তদন্ত দাবি করেন। এসব বিষয়ে গত সোমবার (১১ মার্চ) দুপুরে জেলা সাব-রেজিস্ট্রার ও রাজশাহী জেলা প্রশাসক বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন ভূক্তভোগী গ্রীন প্লাজা রিয়েল এস্টেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোস্তাফিজুর রহমান। ওই অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, মহানগরীর দড়িখরবোনা এলাকার বাসিন্দা আবু হানিফের বোয়ালিয়া মৌজার জে এল নং ৯ মৌজা : বোয়ালিয়া, দাগ নং ৩২৪৫, ৩২৪৬, ৩২৪৭ রাজশাহীর অন্তর্গত ০.০৪৪২ শতাংশ জমি নগর যুবলীগ নেতা তৌরিদ আল মাসুদ রনি ও তার সহযোগিদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে সাব-রেজিস্ট্রারের সহযোগিতায় জালিয়াতির মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করেছেন। যার প্রস্তাবিত খতিয়ান নম্বর ৯৭২০, হোল্ডিং নম্বর ৯৮১৪ ও হালদাগ নম্বর যথাক্রমে ৩২৪৫,৩২৪৬ এবং ৩২৪৭। এই কাজে জেলা সাব-রেজিস্টার কার্যালয়ের কিছু দুর্নীতি পরায়ণ কর্মকর্তারাও জড়িত আছেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, 'আমার (মোস্তাফিজুর) সাথে আবু হানিফ ২৮/১১/২০২২ এবং ০৫/০১/২০২৩ ইং তারিখে একটি চুক্তিপত্র ও একটি আমমোক্তার নামা নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প সম্পাদন করেন এবং আমার নিকট হইতে মোট দুই কোটি ৩২ লক্ষ টাকা স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে গ্রহণ করেছেন এবং উক্ত তফশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমাকে দখলসহ জমির সকল দলিল, বায়া দলিল,খাজনা রশীদ, ডিসিআর রশীদ, প্রস্তাবিত খতিয়ান সহ সকলপ্রকার মূল কাগজপত্র বুঝিয়ে দেন। পরবর্তীতে এসকে এন্ড ট্রায়াঙ্গল রিয়েল এস্টেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তৌরিদ আল মাসুদ রনি নিযুক্তীয় মাহাতাব উদ্দিন চন্দন উক্ত জায়গা পাওয়ার লোভে পেশীশক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে গ্রীন প্লাজা রিয়েল এস্টেট এর সাইন বোর্ড ভাংচুর করে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করেন। পাওনা দুই কোটি ৩২ লক্ষ টাকা দিতে হবেনা, মামলা-মোকদ্দমা হলে সব দেখবে বলে ভূমি মালিক আবু হানিফ কে প্রলোভিত করেন রনি। আবু হানিফ প্রলোভিত হয়ে তাদের যোগসাজশে কুপরিকল্পনায় লিপ্ত হয়ে প্রথমে মোস্তাফিজুরের জমিটা দখলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। মোস্তাফিজুরকে 'জায়গা ও টাকা না দিয়ে দলিল উঠাতে সকল কুপরিকল্পনা করেন এবং মোস্তাফিজকে হুমকি দেওয়া হয় জায়গা ছেড়ে দেওয়াসহ দলিল ফেরত দেওয়ার জন্য। জোর পুর্বক জমিটি'র দখলে নিয়ে মোস্তাফিজুরের সাইন বোর্ড তুলে ফেলা হয়। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা (মোকদ্দমা নং- পি-১২৬৬/২০২৩) দায়ের করিলে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক উক্ত তফশীল বর্ণিত সম্পত্তির ওপর ১৪৫ ধারায় নিষেধাজ্ঞা আদেশ জারি হয় যা অদ্যবধি চলমান রহিয়াছে। পরবর্তীতে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা (মোকদ্দমা নং- ২১৮/২০২৩) দায়ের করিলে ধার্য্য তারিখ আগামী (২১/০৫/২০২৪ ইং যাহা অদ্যবধি চলমান) প্রদান করেন আদালত। উক্ত মোকদ্দমায় তফশীল বর্ণিত সম্পত্তির সকল দলিল, বায়া দলিল, খাজনা রশীদ, ডিসিআর রশীদ, প্রস্তাবিত খতিয়ান সহ সকল প্রকার মূল কাগজপত্র দলিলাদি ফিরিস্তিযোগে বিজ্ঞ আদালতে জমা রাখা হয়। জমির মালিক মোস্তাফিজুর রহমানের প্রদানকৃত অর্থ ফেরৎ দিতে অস্বীকার করিলে বিজ্ঞ আমলী আদালতে (বোয়ালিয়া সি আর নং ১৩৫৫/২০২৩) মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি তদন্ত সাপেক্ষে বিজ্ঞ আদালত আসামী হানিফকে গত ২৮/১২/২০২৩ ইং তারিখে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। গত ০৭/০৩/২০২৪ ইং তারিখে রোজ বৃহস্পতিবার আসামী আবু হানিফ বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন (ধার্য্য তারিখ ১৩/০৩/২০২৪ ইং পর্যন্ত) জামিন প্রাপ্ত হয়।' অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, অসদুপায়ী গ্রহীতা এসকে এন্ড ট্রায়াঙ্গল রিয়েল এস্টেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তৌরিদ আল মাসুদ রনি এবং অসদুপায়ী দাতা ভূমিমালিক আবু হানিফ কর্তৃক বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অমান্য করিয়া যোগসাজশে ০৭/০৩/২০২৪ ইং তারিখে রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আনুমানিক ০৮:০০ ঘটিকায় জেলখানা হতে জামিনে বের হয়ে ০৯/০৩/২০২৪ ইং তারিখ শনিবার ডিসিআর সহ সমস্ত প্রকার মূল দলিলপত্র বিজ্ঞ আদালতে সংরক্ষিত থাকাবস্থায় কমিশনে রেজিষ্ট্রি সম্পন্ন করিয়া বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় তা প্রচার করেন। 'বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞার আদেশ ভঙ্গ করিয়া ০৯/০৩/২০২৪ ইং তারিখ শনিবার এ সম্পাদিত চুক্তিপত্র ও আমমোক্তার নামা দলিলের সকল প্রকার কার্যক্রম' বন্ধ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার মর্মে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়। জানতে চাইলে অভিযোগকারী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আবু হানিফ আমার সঙ্গে চুক্তি করে টাকা নিয়ে সে যুবলীগ নেতার সঙ্গে আতাত করে এবং সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেন। আমার দলবল নেই। আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি। এতে প্রতারক আবু হানিফ কারাভোগ করে। কয়েকদিন আগে সে জামিনে বের হয়ে যুবলীগ নেতা রনি ও তার দলবল নিয়ে বিভিন্ন সময় আমাকে হত্যা হুমকিসহ রাজশাহী থেকে বের করে দেবার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। এর আগেও হানিফ ও তার ছেলে আমার প্রজেক্টে এসে যুবলীগের দলবল নিয়ে ভাংচুর করেছে। আমার লোকজনকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'কয়েক দিন আগে দড়িখড়বোনা মোড়ে যুবলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী আমার গাড়ীর পথরোধ করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি দেন। এ কারণে আমি র্যাব, পুলিশ, আদালতে তাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা জনিত বিষয়ে অভিযোগ করেছি। আদালতের আইন অমান্য করে তারা জালিয়াতি করায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করেছি।' এদিকে বোয়ালিয়া থানার ওসি হুমায়ুনকে দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ ও মামলা নিয়ে আমাকে হয়রানি করা হচ্ছে। মোটা অংকের ঘুষ নিয়ে একটি ভিত্তিহীন অভিযোগে তিনি মামলা নিলেন। মামলা নেওয়ার পরপরই তদন্ত ছাড়াই আমাকে তাৎক্ষণিক গ্রেফতার করলেন। যেটা অভিযোগ হওয়ার যোগ্য নয় সেটা হলো মামলা। যদিও গ্রেফতারের পর বিজ্ঞ আদালত ওইদিনই আমাকে জামিন দেন। অভিযোগের বিষয়ে জানার জন্য আবু হানিফের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। একই অভিযোগে অভিযুক্ত নগর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তৌরিদ আল মাসুদ রনি প্রতিবেদককে বলেন, 'তার অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকলে আমার মতো কোটি কোটি টাকার ব্যবসায়ী কখনও ওই জায়গায় ইনভেস্ট করে! তেমন কোনো নিষেধাজ্ঞাই নাই। এসব তার (অভিযোগকারী মোস্তাফিজের) মনগড়া কথা।' জেলা সাব-রেজিস্টার শফিকুর রহমান বলেন, 'আদালতের আদেশ অমান্য করে এমন কাজ করলে তা ন্যায়সঙ্গত হবে না। আর এমন ঘটনা আমার জানা নেই। আমি বাইরে আছি। অভিযোগের বিষয়টি আপনার কাছে থেকে জানতে পারলাম।' তিনি বলেন, 'আমার দপ্তরে দু'জন সাব-রেজিস্টার আছেন- মোস্তাফিজুর রহমান ও নকিবুল ইসলাম। এদের কেউ এ কাজ টা করতে পারেন। তাদের জিজ্ঞেস করুন। তারা ভালো বলতে পারবেন।' জানতে চাইলে জেলা সাব-রেজিস্টার অফিসের সাব-রেজিস্টার নকিবুল ইসলাম বলেন, 'রনি-মোস্তাফিজ নামের কোন ব্যক্তিকেই চিনি না। তবে আবু হানিফ নামের একজন ব্যক্তি তার জমি কোন একজনকে পাওয়ার অব এটোর্নি করে দিয়েছেন। ওই জমিতে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল কি-না তা আমার জানা নেই। তবে শুনেছি (সোমবার) বিকেলে একটি আদেশ এসেছে। তবে এটা তাদের বিষয়ে কিনা তাও আমার জানা নেই।' কথা বললে প্রতারণা মামলা করা এজাজুল হক বলেন, আমাকে সে কোনো টাকা ফেরত দেয়নি। টাকা পাই তাই মামলা করেছি। অর্থ নিয়ে মামলা বা হয়রানির অভিযোগ অস্বীকার করেন বোয়ালিয়া মডেল থানার ওসি হুমায়ুন কবির।

নাচোল উপজেলা প্রশাসনের

বাবু ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জান্নাতুল নাঈম মুন্নিসহ উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ ও সর্বস্তরের জনসাধারণ।অপরদিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নিয়ে দলীয় কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়।

নববর্ষ নিয়ে ফেসবুকে অপপ্রচার

উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরে মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সভায় যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, দেশব্যাপী বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, বৈশাখী মেলা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহে জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও আয়োজকরা সমন্বয় করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। রমনার বটমূল, রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, হাতিরঝিল ও রবীন্দ্র সরোবরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সুইপিং, ডগস্কোয়াডসহ বিশেষ নিরাপত্তা নেওয়া হবে। এসব অনুষ্ঠানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রয়োজনীয় ফোর্স ও গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ নজরদারি থাকবে। বাংলা নববর্ষ উদযাপন নিয়ে ফেসবুকে যারা অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করছে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। বাংলা একাডেমি ও বিসিক থেকে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে নববর্ষের মেলায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, হাতিরঝিল ও রবীন্দ্র সরোবরসহ দেশে যে সব অনুষ্ঠান হবে তা সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে শেষ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, বর্ষবরণ অনুষ্ঠানগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সমন্বয় করে নিরাপত্তা দেবে। নববর্ষে কূটনৈতিক এলাকাসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও স্থাপনার বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়া হবে। নববর্ষ উদযাপনকালে ঢাকা মহানগরের অনুষ্ঠানসমূহে ও সারা দেশে অনুষ্ঠেয় অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অগ্নিনির্বাপক গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্সসহ ফায়ার সার্ভিস টিম থাকবে। মেডিকেল টিম থাকবে। বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে ইভটিজিং, ছিনতাই/ পকেটমারসহ যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট ও গোয়েন্দা বাহিনী নিয়োজিত থাকবে। এছাড়া বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে ভুভুজেলা বাঁশি বাজানো নিষিদ্ধ থাকবে। নববর্ষে দেশের কারাগারগুলোতে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হবে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হবে। কোনো ধরনের ফানুস বা আতশবাজি ফুটানো যাবে না। বাংলা নববর্ষে মাদকের অপব্যবহার রোধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৭ এপ্রিলের টিকিট মিলবে আজ

অনুরোধে ২৫ শতাংশ টিকিট যাত্রা শুরুর আগে প্রারম্ভিক স্টেশন থেকে পাওয়া যাবে।

শিবলী কমিশনের শেষ সময়ে

নেওয়া হয়। বাতিল করা হয় এক ডজন দুর্বল কোম্পানির আইপিও। এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের প্রশংসা কুড়ান শিবলী রুবাইয়াত-উল ইসলামের নেতৃত্বাধীন কমিশন। যার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে শেয়ারবাজারেও। করোনা মহামারির মধ্যেই ঘুরে দাঁড়ায় শেয়ারবাজার। ৫০ কোটি টাকার ঘরে নেমে যাওয়া লেনদেন হু হু করে বেড়ে হাজার কোটিতে উঠে যায়। এরপর মাঝে কয়েক দফায় উত্থান-পতন চললেও বর্তমানে গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে টানা পতনের মধ্যে রয়েছে শেয়ারবাজার। চার বছরের জন্য দায়িত্ব পাওয়া শিবলী রুবাইয়াত-উল ইসলাম এবং তিন কমিশনারের মেয়াদ প্রথম দফায় শেষ হচ্ছে আগামী মে মাসে। নতুন করে তাদের নিয়োগ নবায়ন করা হবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট হয়নি। চেয়ারম্যান ও তিন কমিশনারের মেয়াদের শেষ সময়ে এসে শেয়ারবাজারে টানা দরপতন হওয়ার পেছনে কোনো বিশেষ চক্রের হাত থাকতে পারে বলে মনে করছেন শেয়ারবাজার সংশ্লিষ্ট কেউ কেউ। এ বিষয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) এক সদস্য বলেন, বর্তমান কমিশনের আমলে কোনো কোনো বড় বিনিয়োগকারী বিশেষ সুবিধা পেয়েছেন। বড় অনিয়ম করার পরও তাদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আবার কিছু বিনিয়োগকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এসব কারণে স্বাভাবিকভাবেই একটি অংশ কমিশনের বিপক্ষে রয়েছে। তারা চান না এই কমিশনের মেয়াদ বাড়ানো হোক। বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই অংশ বাজারে নিষ্ক্রিয় রয়েছে। ফলে বাজারে তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে এবং দরপতন হচ্ছে। এর সঙ্গে ব্যাংকের সুদ হার বেড়ে যাওয়া শেয়ারবাজারের জন্য নেতিবাচক হয়ে এসেছে। সবকিছু মিলিয়েই বাজারে দরপতন চলছে। শিবলী কমিশনের শেষ সময়ে কঠিন চাপে শেয়ারবাজার 'প্রথম দিকে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ভালো পদক্ষেপ নিয়ে প্রশংসা অর্জন করলেও, শেষ দিকে বেশ কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটিও বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর মধ্যে দীর্ঘদিন ফ্লোর প্রাইস দিয়ে বাজার আটকে রাখা ছিল সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত। এরপর সম্প্রতি জেড গ্রুপ নিয়েও বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই গ্রুপ নিয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকেই অব্যাহত পতনের ধারা বাজারে'- বলেন ডিএসইর ওই সদস্য। কীসের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত কোম্পানি জেড গ্রুপে যাবে, সে বিষয়ে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি নির্দেশনা জারি করে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি। ওই নির্দেশনার শেষ পয়েন্টে বলা হয়- ইস্যুয়ার কোম্পানির পরবর্তী লভ্যাংশ সংক্রান্ত ঘোষণা অথবা বার্ষিক/অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ সংক্রান্ত ঘোষণার দিন থেকে এ নির্দেশনা কার্যকর হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার এমন নির্দেশনা থাকলেও ডিএসই থেকে হুট করে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২২ কোম্পানিকে জেড গ্রুপে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ঘোষণা আসে নতুন করে আর কোনো কোম্পানিকে জেড গ্রুপে নেওয়া হবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আরও কয়েকটি কোম্পানিকে এই গ্রুপে নেওয়া হয়।

এভাবে কিছু কোম্পানিকে জেড গ্রুপে নেওয়ার পর থেকেই শেয়ারবাজার দরপতনের মধ্যে পড়ে। এক মাসের বেশি সময় ধরে চলা এই দরপতনে এরই মধ্যে ডিএসইর বাজার মূলধন থেকে ৯২ হাজার কোটি টাকার ওপরে নেই হয়ে গেছে। আর এসময়ে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক কমেছে ৬১৩ পয়েন্ট। এই দরপতনের কারণ হিসেবে পুঁজিবাজার বিশ্লেষক ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, শেয়ারবাজারে মন্দার জন্য অনেক কারণ থাকতে পারে। এর একটা কারণ হলো বাজারের প্রতি অনাস্থা। অনেক বিনিয়োগকারীর কোটি কোটি টাকা দেড় বছর ধরে আটকে ছিল। তাদের মধ্যে একটা অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে। নতুন করে বিনিয়োগে আবার টাকা আটকে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় বিদেশি বিনিয়োগ হবে না, কারণ বিদেশিরা বুঝে গেছে এদেশে বিনিয়োগ করলে টাকা আটকে যায়। দেশীয় সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে অনাস্থা। তিনি বলেন, বাজারে গত দেড় বছর ধরে ম্যানুপুলেশন (কারসাজি) হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। বাজারের ডিসিপ্লিন (শৃঙ্খলা) ভেঙে গেছে। অনেককে ফেবার করা হচ্ছে, অনেককে নানা ধরনের ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এতে বাজারে সবার জন্য একই নিয়ম অনেক ক্ষেত্রেই বলবৎ থাকছে না। বাজারে সুশৃঙ্খল অবস্থার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। 'তালিকাভুক্ত অনেক কোম্পানি যে লভ্যাংশ দেয় শেয়ারের দাম হিসেবে তার নেট রিটার্ন ৩-৪ শতাংশ। সেখানে ব্যাংকের সুদের হার ১০-১২ শতাংশ। সুতরাং শেয়ারবাজারে মন্দার জন্য এটা অবশ্যই একটা কারণ। তবে আমার মনে হয় প্রধান কারণ সুশাসন ও স্বচ্ছতার অভাব।' এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় প্রসঙ্গে এই পুঁজিবাজার বিশ্লেষক বলেন, বাজারে সুশাসন ফেরাতে হবে, স্বচ্ছতা ফেরাতে হবে। সব ধরনের ম্যানুপুলেশন বন্ধ করতে হবে এবং বিনিয়োগকারীদের মাঝে আস্থা ফেরানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সুশাসন ও স্বচ্ছতা ফিরলে বিনিয়োগকারীদের আস্থাও ফিরবে। এছাড়া আইন বা নিয়ম সবার জন্য সমান হতে হবে। শেয়ারবাজারে চলমান মন্দা পরিস্থিতির কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডিবিএ) সভাপতি সাইফুল ইসলাম বলেন, এটা আমরাও বোঝার চেষ্টা করছি, এরকম তো হওয়ার কথা নয়। কারণ, এখন বাজারে তো তেমন কোনো নিউজ নেই, তারপরও হচ্ছে (দরপতন)। তিনি বলেন, সুদের হার একটা প্রধান ইস্যু। এটা ছাড়া আর তেমন কিছু নেই। আমাদের মনে হয় সুদের হারটাই এখানে মূল বিষয়। বর্তমানে সুদের হার ১১ শতাংশ। ২০১৬-১৭ সালের পর সুদের হার এত বেশি আর ছিল না। তাহলে কি শেয়ারবাজার থেকে টাকা বের হয়ে ব্যাংকে চলে যাচ্ছে? এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ব্যাংকে যাচ্ছে, ট্রেজারি বন্ডে যাচ্ছে। তবে শেয়ারবাজারে যে দরপতন হচ্ছে, সেটা কোনোভাবেই স্বাভাবিক নয়। সুদের হার বাড়ার কারণে শেয়ারবাজারে দরপতন হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু দরপতন যে হারে হচ্ছে, এটা আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে মিলছে না। বিএসইসি চেয়ারম্যানসহ একাধিক কমিশনারের মেয়ার শেষের পথে। তাদের নিয়োগ নবায়ন হবে কি না তা নিয়ে বাজারে গুঞ্জন রয়েছে। এর কোনো প্রভাব বাজারে পড়ছে কি না? জানতে চাইলে সাইফুল ইসলাম বলেন, এখনো তো অনেক সময় আছে। এর কোনো প্রভাব বাজারে আছে বলে মনে হয় না।

বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক ও সংস্থাটির মুখপাত্র মোহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, শেয়ারবাজারে এখন বিয়ারিশ ট্রেন্ড (মন্দা অবস্থা) চলছে। পেনিক সেল এবং ফোর্স সেলের কারণে এই রিয়ারিশ অবস্থা বিরাজ করছে বলে আমরা মনে করছি। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কমিশন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে।

পদক্ষেপের ধরন সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (সিএমএসএফ) থেকে পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারীদের ১০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেই অর্থ এখনো ছাড় হয়নি। এই অর্থ যেন দ্রুত ছাড় করা হয়, কমিশন সে চেষ্টা করছে। পাশাপাশি বাজার উন্নয়নে সব পক্ষের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 'কেউ বিশেষ উদ্দেশে বাজার অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে কি না, সে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হবে। কেউ এ ধরনের চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে'- বলেন তিনি। বর্তমান কমিশনের মেয়াদ নবায়নের বিষয়ে জানতে চাইলে বিএসইসি মুখাপাত্র বলেন, আমরা আশাবাদী পুরো কমিশনের মেয়াদ নবায়ন হবে। তবে সেটি এখনো নিশ্চিত নয়।

সূচক নেই প্রায় ৬১৩ পয়েন্ট দীর্ঘদিন পর ফ্লোর প্রাইস তুলে নেওয়া সাময়িক মূল্য সংশোধনের পর শেয়ারবাজার কিছুটা গতি ফিরে পায়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়ায় প্রায় প্রতিদিন বাড়তে থাকে মূল্যসূচক। এতে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ৬ হাজার ৪৪৭ পয়েন্টে উঠে আসে। কিন্তু চলমান ধারাবাহিক দরপতনের মধ্যে পড়ে ডিএসইর প্রধান সূচক এখন ৫ হাজার ৮৩৪ পয়েন্টে নেমে গেছে। অর্থাৎ, মাত্র দেড় মসের মধ্যে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক কমছে ৬১৩ পয়েন্ট। বাজার মূলধন নেই ৯২ হাজার কোটি টাকা

গত ১১ ফেব্রুয়ারি ডিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৭ লাখ ৭৫ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা। এখন সেই বাজার মূলধন কমে ৬ লাখ ৮৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকায় নেমে গেছে। অর্থাৎ, বাজার মূলধন হারিয়েছে ৯২ হাজার ২৮৫ কোটি টাকা। বাজার মূলধন কমার অর্থ তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার ও ইউনিটের দাম সম্মিলিতভাবে ওই পরিমাণ কমে গেছে। তলানিতে লেনদেন চলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা ১১ কার্যদিবসে ডিএসইতে হাজার কোটি টাকর ওপরে লেনদেন হয়। এর মধ্যে ১১ ফেব্রয়ারি লেনদেন হয় ১ হাজার ৮৫২ কোটি ৫১ লাখ টাকা। তার আগের কার্যদিবস ৮ ফেব্রুয়ারি লেনদেন হয় ১ হাজার ৮৫৭ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। এখন সেই লেনদেন চারশো কোটি টাকর ঘরে নেমেছে। সর্বশেষ গত ২৫ মার্চ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৪৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকার। এর মাধ্যমে শেষ ছয় কার্যদিবসের মধ্যে চার কার্যদিবস লেনদেন থাকলো চারশো কোটির ঘরে।

খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের

মার্চ আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, খালেদা জিয়াকে যে দুটি শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, সেটি সাতবার বাড়ানো হয়েছে। একই শর্তে আবার তার সাজা স্থগিত রেখে মুক্তির আদেশ আরও ছয় মাসের জন্য বাড়ানো হচ্ছে।

একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে

ভারতে এদেশের এক কোটি মানুষ শরণার্থী শিবিরে স্থান পেয়েছিল। ভারত তাদের খাইয়েছে, পড়িয়েছে, শিক্ষা দিয়েছে, চিকিৎসা দিয়েছে, ট্রেনিং দিয়েছে এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। এছাড়া সম্মিলিত মিত্র বাহিনী হিসেবে তারা সরাসরি অপারেশনে গেছেন। ১৭ হাজার ভারতীয় সৈন্য এ মাটিতে ঘুমিয়ে আছে। হানাদার বাহিনীর হাত থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য তারা যে অবদান রেখেছে এটাকে আমরা ভুলে যাব না। আজকে এই দেশ থেকে 'ভারত আউট' কর্মসূচি দেওয়া হচ্ছে, এটা খুবই দুঃখজনক।"খালিদ মাহমুদ বলেন, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই দেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন, এই স্বাধীনতার জন্য অনেকেই সংগ্রাম করেছেন। কারো কথায় স্বাধীনতা আসেনি। এই বাংলার সম্পদ দিয়ে লন্ডন শহর তৈরি করা হয়েছে, এই বাংলার সম্পদ দিয়ে কলকাতা শহর তৈরি করা হয়েছে। এই বাংলার সম্পদ দিয়ে ইসলামাবাদ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এই দেশের মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বঙ্গবন্ধু সেটা জানতেন এবং সেই পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। আমার সম্পদ দিয়ে আমার অধিকার তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। দেশের সম্পদ যারা লুণ্ঠন করেছিলেন এই লুণ্ঠনকারীরা আবারও এদেশকে বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে দিতে চাইবে না।"তিনি বলেন, "বাংলাদেশ কারও একার দেশ না এই দেশ ১৬ কোটি মানুষের দেশ। বঙ্গবন্ধু এই দেশটিকে আমাদেরকে উপহার দিয়েছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হলো এই দেশটির মাথা উঁচু করে দাঁড় করানো। আত্মসম্মান নিয়ে দাঁড় করানো।"তিনি আরও বলেন, "ভিক্ষার থলি নিয়ে পৃথিবীর দাতাগোষ্ঠীর দ্বারে দ্বারে ঘুরব এটা কোনো মর্যাদার বিষয় নয়। আজকে পদ্মা সেতু আমাদের একটি মর্যাদার জায়গা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান যারা এই দেশে আসেন তারাই পদ্মা সেতু দেখতে চান। ভুটানের রাজা এসেছেন, তিনি যাচ্ছেন পদ্মা সেতু দেখতে। শেখ হাসি-না কী উন্নয়ন করেছেন এটা সমগ্র পৃথিবী জানতে চায়।""এটি আমাদের জন্য বড় একটি অহংকারের বিষয় যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ তৈরি হয়েছিল। আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়নের হিমালয়ের কাছে নিয়ে গেছেন এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি। স্বাধীনতা দিবসে এটাকে ধরে রাখা আমাদের বড় দায়িত্ব।"-যোগ করেন তিনি। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর ভাইস চ্যান্সেলর হলো অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব দেল

সম্পাদকীয়

ফুটপাতে চাঁদাবাজি

বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না কেন?

যুগের পর যুগ ধরে রাজধানীর বিভিন্ন ফুটপাতে চাঁদার বিনিময়ে অস্থায়ী দোকান পরিচালনা করা হচ্ছে। অনেকবার অনেক উদ্যোগ নেওয়া হলেও এগুলো বন্ধ করা যায়নি। এভাবে ফুটপাত দখলের পর সড়কের অংশবিশেষ দখল করে দোকান বসানোর কারণে পথচারীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সড়ক ডিভাইডার, এমনকি ফুট ওভারব্রিজের ওপরও বসানো হয়েছে দোকান। আর সেসব দোকান ঘিরেই চলে চাঁদাবাজি। রাজধানীর ফুটপাতের দোকানগুলো থেকে বছরে নেওয়া হচ্ছে কোটি টাকার চাঁদা। পুলিশের নাকের ডগায় বছরের পর বছর ধরে চলছে এ বাণিজ্য। অথচ পুলিশের ভূমিকা ও বক্তব্য বরাবরই রহস্যজনক। হকার্স সংগঠনগুলোর দাবি, রাজধানীতে প্রায় দুলাখ হকারের ওপর চাঁদাবাজি করেন অন্তত দুশতাধিক লাইনম্যান। অভিযোগ রয়েছে, কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতারা মিলেমিশেই রাজধানীর ফুটপাতের চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করেন। জানা যায়, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কিছু নেতা এদের প্রধান শক্তি, যারা গডফাদার হিসাবে পরিচিত। এছাড়া চাঁদার টাকা যায় পুলিশ, মস্তান এবং এলাকাভিত্তিক কিশোর গ্যাংয়ের হাতে। জানা যায়, কেউ কেউ ফুটপাতে চাঁদাবাজির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত। চাঁদাবাজির সঙ্গে যুক্ত থেকে কেউ কেউ বিপুল অর্থের মালিকও হয়েছেন। সম্প্রতি পুলিশ মহাপরিদর্শক চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, কোনো ধরনের চাঁদাবাজি বরদাশত করা হবে না। তিনি বলেছেন, সব ধরনের চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। লক্ষ করা যায়, ঈদ সামনে রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাঁদাবাজির লাগাম ছাড়িয়ে যায়। মূলত ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় কিছু নেতার আশীর্বাদেই চলে এ চাঁদাবাজি। বস্তুত ফুটপাতে হকাররা বিভিন্ন পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসায় অনেক পথচারী মূল সড়কের ওপর দিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হন। অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করায় যানজটসহ সড়কে সৃষ্টি হচ্ছে আরও নানা বাধা। চাঁদাবাজির কারণে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগও দীর্ঘদিনের। আইনশৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর কেউ চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত কিনা, কর্তৃপক্ষকে তাও খতিয়ে দেখতে হবে। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের চাঁদাবাজি বন্ধে কর্তৃপক্ষকে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে সারা বছরই নিত্যপণ্যের বাজারে অস্থিরতা বিরাজ করবে। বস্তুত চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির জন্য মূলত দায়ী রাজনীতির বর্তমান ধারা। চাঁদাবাজরা কৌশলে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। কাজেই কোনো চাঁদাবাজ যাতে রাজনীতিকদের পৃষ্ঠপোষকতা না পায়, তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতাদের জোরালো পদক্ষেপ প্রয়োজন।

অভিযোগ রয়েছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো কোনো সদস্যও চাঁদাবাজির সঙ্গে যুক্ত। কাজেই দেশে সব ধরনের চাঁদাবাজি বন্ধে প্রশাসনিকভাবেও জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে।

ব্যয়ের চাপে পিষ্ট মানুষ

ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি কার্যকর পদক্ষেপ নয়

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির মধ্যে কদিন আগেই বাড়ানো হলো বিদ্যুতের দাম। এবার বাড়ানো হচ্ছে ১০০ কিলোমিটারের অতিরিক্ত দূরত্বের সব ধরনের যাত্রীবাহী ট্রেনের ভাড়া। মূলত ১০০ কিলোমিটারের বেশি ভ্রমণে রেয়াতি (ছাড়) সুবিধা বাতিলের মাধ্যমে এ ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি ট্রেনে নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত সংযোজিত কোচের ভাড়ার সঙ্গে বাড়তি চার্জ যুক্ত করার মাধ্যমেও আয় বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এ বিষয়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কাছ থেকে এরই মধ্যে অনুমোদন পেয়ে গেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। বর্ধিত ভাড়া কার্যকরের জন্য টিকিট ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত বেসরকারি অপারেটর সহজকে (জেভি) এরই মধ্যে স্টেশন টু স্টেশন বাণিজ্যিক দূরত্বের হিসাবও হস্তান্তর করা হয়েছে। অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও (ম্যানুয়াল প্রক্রিয়া) ভাড়া বাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাড়তি এই ভাড়ার হার আগামী ১ এপ্রিল থেকেই কার্যকর হবে। যাত্রী-বাহী ট্রেনের এই ভাড়া বাড়ানোর যুক্তি হিসেবে রেলের লোকসান কমানো এবং বিভিন্ন খাত থেকে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ মাত্র ৩০০ কোটি টাকার বাড়তি রাজস্ব আয়ের জন্য সীমিত আয়ের মানুষের ওপর নতুন করে ভাড়া বৃদ্ধির চাপ তৈরি করা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, রেল খাতে তো জনগণের করের অর্থে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হলো। ২০১২ সালে ৫০ শতাংশ এবং ২০১৬ সাড়ে ৭ শতাংশ ভাড়াও বাড়ানো হলো। তাহলে রেলের লোকসান কমছে না কেন? সরকারের রাজস্ব আয়ের এই হাল কার দোষে? দেশে ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষদের ৮৭ শতাংশ কোনো ধরনের আয়কর দেন না। জিডিপির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজস্ব আয় না বাড়লেও ব্যয়বহুল উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া বন্ধ হয়নি। দেশি বিদেশি উৎস থেকে ঋণ নিয়ে একের পর এক অবকাঠামো প্রকল্প করা হয়েছে। পরিকল্পনার ত্রুটি, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে এসব প্রকল্পের ব্যয় বারবার বেড়েছে। এর ফলে ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশকে এখন তুলনামূলকভাবে বেশি অর্থ খরচ করতে হচ্ছে। এভাবে যে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে, তার সমাধানের জন্য প্রয়োজন ছিল ধনীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ কর আহরণ বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি, অপচয় ও লুণ্ঠন বন্ধ করা। কিন্তু তা না করে সরকার নানাভাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে চাইছে। যেভাবে যাত্রী ও মালামালে ঠাসাঠাসি হয়ে যে ট্রেন চলাচল করে, তাতে কখনো লোকসান হওয়ার কথা নয়। এমনকি অবাধে তেল চুরি হয়, নষ্ট ও পুরোনো ইঞ্জিন ও বগি মেরামত করতে প্রতিবছর বাড়তি খরচ হয়। এবং রেলের প্রয়োজনীয় ও দক্ষ লোকবলের সংকট সমাধান করা হচ্ছে না। নিজস্ব সক্ষমতাও বাড়ানো হচ্ছে না। ফলে লোকসান পুষিয়ে নেয়ার জন্য ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে, তাতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই রেলের ভাড়া বাড়িয়ে লোকসান কমানোর পথ পরিহার করে কীভাবে এই লোকসান কমানো যায় অথবা রেলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়, সে ব্যাপারে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। কেননা এই ভর্তুকিটুকুও প্রয়োজন হবে না যদি রেলওয়ে খাতের অপচয়, দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ করা হয়, যদি ইঞ্জিন, কোচ, ওয়াগন ও জনবলসংকটের সমাধান করা হয়, রেলওয়ের নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় এবং রেলওয়ের মালিকানাধীন জমি ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হয়।

কয়লা উত্তোলন

দেশীয় কয়লা খনিগুলো থেকে কয়লা উত্তোলন বা আহরণ বন্ধ ছিল এতদিন। এ বিষয়ে অন্যতম প্রতিবন্ধক ছিলেন দেশীয় পরিবেশবিদরা। সরকারও পরিবেশ দূষণ রোধসহ জলবায়ু সুরক্ষায় এ বিষয়ে মোটামুটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। পরিবর্তে আমদানি করে চাহিদা মিটিয়েছে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর জ্বালানি। তবে এখন আন্তর্জাতিক বাজারে ডলার ও কয়লার দাম অনেক বেশি। ডিজেল, গ্যাস এবং এলএনজিও অনুরূপ। গ্যাসের অভাবে কয়েকটি গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। এর বাইরেও প্রায় সর্বত্র চলছে গ্যাস সংকট। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস তথা খনি থেকে কয়লা উত্তোলন ও আহরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জ্বালানি বিভাগ বড়পুকুরিয়াসহ চারটি খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাইও শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন পেলে খুব শীঘ্রই শুরু হবে কাজ। দেশে নির্মাণাধীন ও চালু মিলিয়ে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে ১১ হাজার ৩২৯ মেগাওয়াট। এই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রতিবছর প্রায় ৩৫ মিলিয়ন টন কয়লার প্রয়োজন হয়, যার সিংহভাগই আমদানিনির্ভর। অন্যদিকে দেশের পাঁচটি কয়লা খনিতে মোট কয়লার মজুতের পরিমাণ ৭ হাজার ৮২৩ মিলিয়ন টন, যা ২০০ দশমিক ৩ টিসিএফ গ্যাসের সমতুল্য। এত বিপুল পরিমাণের কয়লার মজুত শুধু শুধু জমিয়ে রাখার মানে নেই। সর্বশেষ দোহা জলবায়ু সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের কোথাও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে না। এ বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট সবাইকে মাথায় রাখতে হবে। সরকার সেসব ভেবেচিন্তেই অগ্রসর হচ্ছে। স্থানীয় জনবসতি, চাষাবাদ, প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতি সাধন না করে কয়লা উত্তোলন ও আহরণের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। এর জন্য স্থানীয় জনসাধারণকেও উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বিদ্যুৎ সংকট চলছে। গ্যাসের অভাবে বন্ধ রয়েছে কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন। অভ্যন্তরীণ মজুত থেকেও পর্যাপ্ত গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। সিএনজি স্টেশনগুলোতে চাপ কম থাকায় রেশনিং হচ্ছে। কয়লার অভাবে রামপাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র মাঝে মধ্যেই বন্ধ থাকাসহ পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রেও দেখা দিয়েছে শঙ্কা। এমতাবস্থায় দেশীয় খনিগুলো থেকে কয়লা উত্তোলন এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে এর জরুরি ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। সরকার এ বিষয়ে ত্বরিত পদক্ষেপ নেবে বলেই প্রত্যাশা। উল্লেখ্য, চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন, ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের কারণে সারাবিশ্বে কয়লাসহ জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পেলে সরকারকে বাধ্য হয়ে করতে হয় লোডশেডিং। বাসাবাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ কমিয়ে দেওয়াসহ ব্যাহত হয় কলকারখানার উৎপাদন। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া পার্টনারশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের মেগা প্রকল্পের প্রথম ইউনিট থেকে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত হয় জাতীয় গ্রিডে। দুঃখজনক হলো, এরপর বারবার কয়লা সংকটে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অথচ ২০২৩ সালের জুনে কেন্দ্রটি দ্বিতীয় ইউনিট থেকে আরও বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল। বারবার উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায়।

শিক্ষালয়ে নীরব কান্না কত গভীরে?

মাজহার মান্নান

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্থিরতা নতুন কোনো বিষয় নয়। বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয় অস্থির হয়ে উঠতে পারে। সাধারণত রাজনৈতিক কারণেই বিশ্ববিদ্যালগুলো বেশি অস্থির হয়ে উঠে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারী নির্যাতন অতি মাত্রায় বেড়ে যাওয়ায় প্রতিবাদের মাত্রাও বেড়ে যাচ্ছে। নারী নির্যাতনের ধরন ও কৌশল বদলাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই করুণ দশা সমাজ ও রাষ্ট্রকে নেগিটিভ বার্তা দিচ্ছে। কিন্তু সেটাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের তেমন কোনো ভ্রূক্ষেপ আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। কিছু দিন আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। সেটার লোমহর্ষক স্মৃতিগুলো মুছতে না মুছতেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ঘটনার জন্ম হলো। অবন্তিকা আত্মহত্যা করল, সে সুইসাইড নোট লিখে কারণও জানিয়ে গেল। অবন্তিকার চলে যাওয়া রাষ্ট্রের হয়তো ক্ষুদ্র একটি ক্ষত। কিন্তু তার সুইসাইড নোটে যে বার্তা দিয়ে গেছে সেটা মোটেও নগণ্য ক্ষত নয়। বরং, এই ক্ষত এতটাই গভীরে পৌঁছে গেছে যে, এটাকে নির্মূল করতে নতুন বিপ্লবের ভাবনা ভাবতে হবে। যাহোক, এ বিষয়ে লেখালেখিও কম হয়নি। কিন্তু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থিতিশীলতা আনতে তেমন কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ এখনো নেয়া সম্ভব হয়নি। শিক্ষক এবং ছাত্র রাজনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট উচ্চশিক্ষার পরিবেশ। উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অস্থিরতা দমনে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হলেও স্থায়ীভাবে সমাধানে কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। উচ্চশিক্ষায় নানা বিশৃঙ্খলা আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু দিনে দিনে সেটা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন এক নব দানবীয় রূপ লাভ করেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিশেষ ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে চৌর্যবৃত্তির স্তরে নামিয়ে এনে তারা কি বার্তা দিচ্ছেন। ব্যক্তিগত লালসার শিকার বানিয়ে মহাদাপটে তারা কি করে ঘুরে বেড়ান। কোনো ঘটনা ঘটলে সেটা কত টুকু সত্য বা কতটুকু মিথ্যা তা তথ্য, উপাত্ত ও তদন্ত সাপেক্ষে জানা যায়। আমার প্রশ্ন হলো শিক্ষকদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে কেন? রক্ষক কেন ভক্ষকের ভূমিকায় যাবে? ১৫/২০ বছর আগেতো বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অবক্ষয়ের চিত্র দেখা যায়নি। তবে এখন কেন সীমা অতিক্রম করছে? রোগটা আসলে শনাক্ত করা দরকার। রোগ শনাক্ত হলেই তো ওষুধ প্রয়োগ করা যায়। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে- তরকারি কুটায় দোষ থাকলে রান্নায় সেটা সারে না। কিং লেয়ার নাটকে শেক্সপিয়ার বললেন, নাথিং কামস আউট ফরম নাথিং (শূন্য থেকে শূন্যই আসে)। বাবা-চাচারা বলতেন, বীজ ভালো তার ফল ভালো। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো এই প্রবাদ প্রবচনগুলো এসেছে। কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন? একটা সময় ছিল যারা বিভাগে সর্বোচ্চ মেধাবী থাকতেন এবং নৈতিক চরিত্রের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন তারা কোনো রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়াই নিয়োগ পেতেন। তারা আদর্শ শিক্ষক হিসেবে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতেন। কিন্তু এখন কি হচ্ছে? নিয়োগের প্রধানতম পূর্ব শর্ত হয়ে গেছে স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ আর রাজনৈতিক বিবেচনা। নিয়োগেই যখন দূষণ ছড়িয়ে পড়েছে তখন তাদের কাছ থেকে কীভাবে ভালো কিছু আশা করা যায়? ক্ষমতার দাপটে যখন নিয়োগ বিজয় হয়ে যায় তখন অন্যকে পদপিষ্ট করা খুব একটা বিবেকে বাধার কথা নয়। ব্যক্তিগত ভোগ লালসা মিটানোও তখন খুব সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। খুঁটির জোরে সবকিছুকে ধামাচাপা দেয়া যায়। কারণ তারা জানে অন্যায় করেও পার হওয়ার মতো শক্তি তাদের আছে। আমরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এসেছি। স্যারদের দেখতাম গবেষণা নিয়ে মেতে থাকতেন। নতুন কিছু দেওয়ার জন্য অনন্ত চেষ্টা চালাতেন। কিন্তু এখন কি হাল! শিক্ষকদের গবেষণা কোথায় গেল? তারা কেন সন্তানতুল্য মেয়েদের দিকে ভিন্ন দৃষ্টি দিচ্ছে? তবে সব শিক্ষক এক রকম নন। অনেক আদর্শ শিক্ষক আছেন এখনো যারা নিবেদিত প্রাণ শিক্ষার জন্য। তারা আছে বলেই হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো চলছে। কিংবদন্তি কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক বড় দুঃখ করে বলেছিলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে মনে হয় এ যেন কৃমি কীটে খাওয়া দগ্ধ লাশের চেহারা। আর এই ভয়ংকর চেহারার সবচেয়ে বড় ছাপটি দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। গত কয়েক বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের যৌন নির্যাতনের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। সেগুলো আলোচনা করতে গেলে কলেবর বেড়ে যাবে। তাই সেদিকে না গিয়ে অবন্তিকার আত্মহত্যার দিকেই নজর দিতে চাই। প্রতিটি মানুষ তার স্বীয় সত্তা নিয়ে বড় হয়। নারী সত্তা অনেক সূক্ষ্ন হয়ে থাকে। মুখ বুজে নারীরা অনেক কিছু সহ্য করলেও তাদের প্রতিবাদী সত্তা জাগ্রত থাকে। পুরুষ শাসিত সমাজে হয়তো তাদের সেই প্রতিবাদী রূপটি পূর্ণতা পায় না। পুরুষের শোষণের মাত্রা যখন সীমা ছাড়ায় তখন নারী প্রতিবাদ করতে চায়। কিন্তু যখন সে দেখে তার প্রতিবাদ প্রস্ফুটিত হবে না তখন সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। সমাজ বিজ্ঞানী এমিল ডুরখেইম তার আত্মহত্যা মতবাদে দেখান যে, একজন মানুষ যখন তার প্রতিবাদী সত্তাকে সমাজে ঠাঁই করাতে পারে না তখন সে আত্মহত্যা করে। অবন্তিকা হয়তো প্রতিবাদ করে জয়ী হতে চেয়েছিল। কিন্তু সে হয়তো বুঝে উঠতে পারিনি যে, এ সমাজ এখনো পশুত্বমুক্ত হয়নি। সে বদলের কাছে দুধের ভিক্ষা চেয়েছে তাই সে দুধ পায়নি। যাদের কাছে সে বিচার চেয়েছে তারা তাকে বিচারের পরিবর্তে হয়তো তিরস্কার দিয়েছে যেটা অবন্তিকার সহ্য করা কঠিন ছিল। ফেসবুকে আরেক মেয়ের আর্তনাদ দেখলাম। তাকে কীভাবে পরতে পরতে হেনস্তা করা হচ্ছে। সাবলীল বাচনভঙ্গিতে সে তার তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছে। শিক্ষকতা নামক মহান পেশাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি আমরা? অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবেন? কার ভরসায় মেয়েরা নিরাপদ থাকবে? অঘটন ঘটার পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। কিন্তু সেটা কি যথেষ্ঠ? তবে একটি বিষয় বলতে চাই, জোর গলায়, অনেক সময় শিক্ষকরা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে থাকেন। কোনভাবেই যখন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায় না তখন নারীকে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এসব ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ এবং নিখুঁত তদন্ত হওয়া দরকার পড়ে। কিন্তু দেশের তদন্ত ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা কতটুকু? যে রোগ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে সেটার শিকড় খুঁজে বের করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই চরিত্রকে সর্বপ্রথম প্রাধান্য দিতে হবে। সৎ চরিত্রবানদের মধ্য থেকেই মেধাবী বের করে আনা সম্ভব। কিছু দিন আগে ভিকারুননেসায় যা হলো তাতে শিক্ষক হিসেবে খুব লজ্জিত হয়েছি। আমার এই কলামটি হয়তো যাদের নজরে আসার দরকার তাদের নজরে নাও আসতে পারে। তবুও প্রতিবাদী কলম চলতে থাকবে। অবন্তিকার বিষয়টিকে সিরিয়াসলি নিতে হবে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

শিক্ষকদের মধ্যে দলীয়করণ, রেষারেষি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, এটার লাগাম টেনে ধরা এখন সুকঠিন হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগ এবং শিক্ষক নিয়োগের সংস্কৃতি কতটুকু লাভবান করেছে উচ্চশিক্ষার পরিবেশকে তা বিজ্ঞজনেরাই ভাল বলতে পারবেন। একাডেমিক ও প্রশাসনিক রাজনীতির কারণে বলির পাঁঠা হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কারণে অস্থির হয়ে উঠলে শিক্ষক রাজনীতির ছদ্ম রূপটি আরো বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ব্যক্তিস্বার্থ বড়, নাকি সামগ্রিক স্বার্থ? বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের অস্থিরতার পেছনে একক কোনো কারণ থাকে না। তবে শিক্ষকদের দলীয়করণ এবং রেষারেষি একটি অন্যতম কারণ এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণ এবং স্বজনপ্রীতি যখন চরমে তখন এই ধরনের অস্থিরতাই নিত্য হয়ে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের খবর পত্রিকায় বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটি আমাদের সবার জানা। উপাচার্যরা দলীয়ভাবে আসেন বলে, তিনি সবার উপাচার্য হয়ে উঠতে পারেন না। একটি নির্দিষ্ট পক্ষকে নিয়েই তাকে চলতে হয়। শিক্ষকদের রাজনীতি শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করে থাকে। পড়াশোনা করার জন্য শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় যায়। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ তাদের ভুল পথে চালিত করে। কারো হীন স্বার্থের হাতিয়ার হয়ে উঠে শিক্ষার্থীরা। রাজনীতির এই গ্যারাকলে পড়ে উচ্চশিক্ষার মান নষ্ট হচ্ছে। প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার পরিবেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ নিতে তারা বেশি আগ্রহী। এমনকি সান্ধ্যকালীন কোর্সের দিকে তাদের অনেক বেশি নজর। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুলি স্বায়ত্তশাসিত হওয়ায় শিক্ষকরা স্বাধীনতা ভোগ করেন, কিন্তু সেটারও একটি সীমা থাকা উচিত। দলীয় বিবেচনা এবং স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ হওয়ার কারণে তারা প্রকৃত শিক্ষক হয়ে উঠার চেয়ে শিক্ষক নেতা হয়ে উঠতে বেশি পছন্দ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদগুলোতে যাওয়ার জন্য তারা মরিয়া। আর একবার সেখানে গেলে সেটা আকড়ে রাখতে আরো বেশি মরিয়া। শিক্ষাদান এবং গবেষণার প্রতি তাদের অনীহা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে, শিক্ষকদের রেষারেষি তীব্রতর হচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা জানা যায়।

কোথায় যাচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশ? এভাবেই কি চলতে থাকবে। এর শেষ কোথায়? উপাচার্য ফরিদ আহমেদ দুই মেয়াদে আছেন। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফেরানোর জন্য তাকে যদি পদত্যাগ করতে হয় তবে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে তার সেটাই করা উচিত। আমাদের দেশে কারো বিরুদ্ধে যদি পদত্যাগের দাবি উঠে তবে তিনি তা সহজে করতে চান না। তিনি এটাকে পরাজয় এবং অসম্মানের মনে করেন। কিন্তু পদত্যাগের মধ্যেও যে এক ধরনের ডাইনামিক ব্যক্তিত্ব কাজ করতে পারে তারা সেটা ভুলে যান। পদত্যাগের মাধ্যমেও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হতে পারে। তবে আমাদের দেশে এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি, কেননা, যিনি একবার ক্ষমতায় যান তিনি এমনভাবে মনোপলিক হয়ে উঠেন যে, পদত্যাগ করতে তিনি ভয় পান। পদত্যাগের মাঝেও যে গৌরব লুকিয়ে থাকতে পারে সেটা উপলব্ধির বিষয়। যাহোক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রাপ্তবয়স্ক। তাদের বুঝার ক্ষমতা আছে, যে কোন বিষয়। আবেগে গা ভাসিয়ে না দিয়ে পরিস্থিতি বুঝে তাদের চলা উচিত। অন্যের স্বার্থের কাছে তারা ধরা দিলে তাদের ক্যারিয়ার নষ্ট হতে পারে এই বোধটুকু তাদের থাকতে হবে। কেন তারা অন্যের হাতিয়ার হয়ে নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলবে এই চিন্তা তাদের করতে হবে। শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করে দেশ গঠনে মনোযোগ দেবে, কারো হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তারা বলির পাঁঠা হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে কোনো মূল্যেই হোক, শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। অন্যথায় চরম মূল্য দিতে হবে জাতিকে। ব্যক্তি স্বার্থ এবং দলীয় স্বার্থকে বড় করে না দেখে দেশপ্রেমের শিক্ষায় আলোকিত হতে হবে শিক্ষার্থীদের। (মাজহার মান্নান : কলাম লেখক ও শিক্ষক)

বঙ্গবন্ধুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভাবনা

প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা, যার মাধ্যমে শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই দেশের শিশু-কিশোররা প্রায়োগিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে এবং প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। এজন্যই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি যুগোপযোগী শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছায় ওই কমিশনের রিপোর্টে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সময়োপযোগী শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল সোমবার মহান জাতীয় সংসদের প্রথম গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের প্রথমদিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আজ আমরা যে সংবিধান দেব, তাতে মানুষের অধিকারের কথা লেখা থাকবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।' এখানে মানুষের অধিকার বলতে বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা-দারিদ্র্য-শোষণমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলার কথা বুঝিয়েছিলেন। বাংলাদেশকে একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বিজ্ঞানচর্চার যে কোনো বিকল্প নেই, তা শুরু থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞানী, গবেষক ও উদ্ভাবকদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি ব

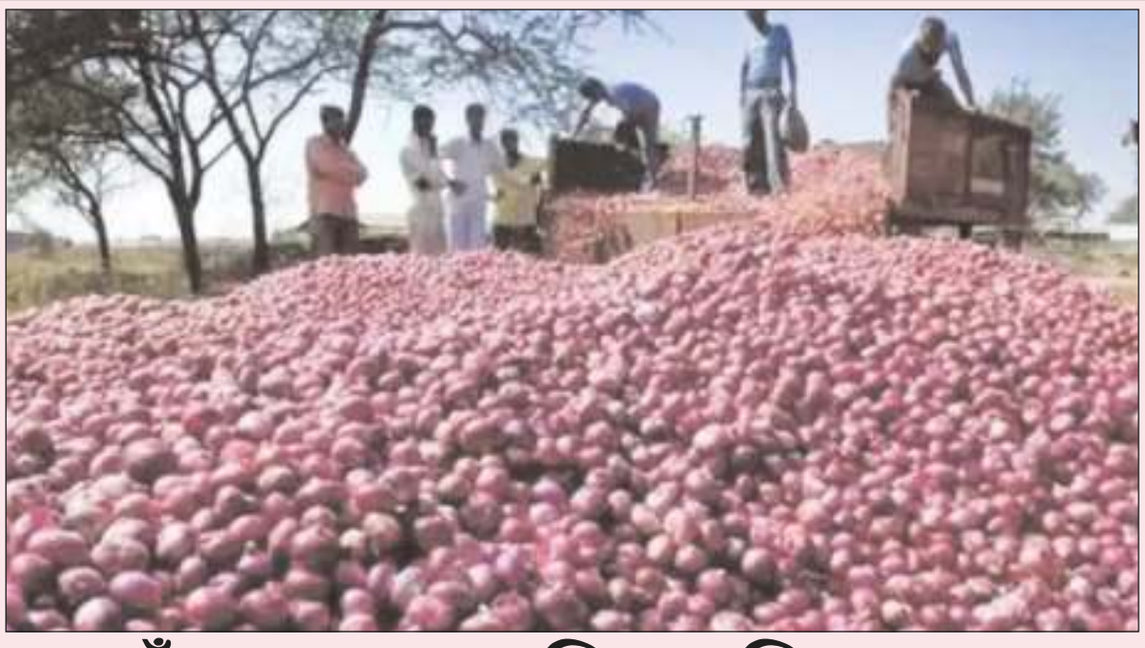

পেঁয়াজ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পেঁয়াজ রফতানিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ভারত। গত শুক্রবার বিকেলে এই ঘোষণা দিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের আগে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নেওয়া এমন পদক্ষেপ বিদেশি বাজারে পেঁয়াজের উচ্চমূল্যকে আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা। গতকাল শনিবার ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় পেঁয়াজ রফতানিকারক দেশ ভারত। ডিসেম্বরে পেঁয়াজের ওপর দেশটির আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ৩১ মার্চ শেষ হওয়ার কথা ছিল। এই নিষেধাজ্ঞা শিগগিরই তুলে নেওয়া হবে বলে আশা করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। কেননা,রফতানিতে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর থেকেই ভারতের স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের দাম অর্ধেকেরও বেশি কমে গেছে। এছাড়া, চলতি মৌসুমের ফসলের নতুন সরবরাহও শুরু হয়েছে। তবে তাদের এই আশার গুড়ে বালি দিয়েছে সরকার। শুক্রবার বিকেলে জারি করা একটি আদেশে বলা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পেঁয়াজের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। পরিচয় প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক মুম্বাই-ভিত্তিক একটি রপ্তানি সংস্থার এক নির্বাহী বলেছেন, 'নতুন মৌসুমের ফসলের ক্রমবর্ধমান সরবরাহের সঙ্গে দরপতনের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে, নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা বাড়ানো বিষয়টি আশ্চর্যজনক এবং একেবারেই অপ্রয়োজনীয়।' সবচেয়ে বড় পেঁয়াজ উৎপাদনকারী রাজ্য মহারাষ্ট্রের কিছু পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের ব্যাপক দরপতন হয়েছে। ওই নির্বাহী বলেছেন, ডিসেম্বরে প্রতি একশ কেজি পেঁয়াজের মূল্য ৪ হাজার ৫০০ রুপি ছিল। তা কমে এখন এক হাজার ২০০ রুপিতে নেমেছে। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, নেপাল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলো পেঁয়াজের ঘাটতি পূরণে ভারতের উপর নির্ভরশীল। পেঁয়াজ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর থেকে উচ্চ মূল্যের সঙ্গে লড়ছে দেশগুলো। মুম্বাই ভিত্তিক একটি রফতানি সংস্থার আরেক নির্বাহী বলেছেন, 'ভারতের এমন পদক্ষেপের সুযোগে প্রতিদ্বন্দ্বী রফতানিকারকরা অনেক বেশি দাম বাড়ানো।

আটক ৩৫ সোমালি জলদস্যু এখন ভারতে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত বিচারের জন্য আটককৃত ৩৫ সোমালি জলদস্যুকে মুম্বাইতে নিয়ে গেছে। দেশটির নৌবাহিনী একটি ছিনতাইকৃত কার্গো জাহাজ পুনরুদ্ধার এবং বেশ কিছু জিম্মিকে উদ্ধার করার কয়েক দিন পর এ খবর এলো। এদিন পরে তাদের পুলিশ হেফাজতে স্থানান্তর করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উদ্ধার অভিযানের নেতৃত্বদানকারী যুদ্ধজাহাজ আইএনএস কলকাতা স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার ভোরে ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানীতে নোঙর করেছে। ২০১৭ সালের পর রুয়েনই প্রথম কোনো জাহাজ, যেটি সোমালি জলদস্যুরা সফলভাবে ছিনতাই করতে পেরেছে। আরব সাগরের উত্তরাঞ্চলে সোকোত্রার পূর্বে ডিসেম্বরে মাল্টিজ পতাকাবাহী এমভি রুয়েন ছিনতাইয় করে তারা। ভারতীয় নৌ কমান্ডোরা ১৭ মার্চ সোমালিয়ার উপকূল থেকে প্রায় ৪৮০ কিলোমিটার দূরে জাহাজটির নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং ১৭ জন ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করে, যার মধ্যে মিয়ানমারের ৯ জন, বুলগেরিয়ার সাতজন এবং অ্যাঙ্গোলার একজন। গত শনিবার ৪০ ঘণ্টার অভিযানের পর ক্রুদের উদ্ধার করা হয়। নৌবাহিনীর আগের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কমান্ডোরা একটি সামরিক সি-১৭ বিমান থেকে প্যারাশুটে করে জাহাজে নামে এবং আক্রমণ চালিয়ে ৩৫ জন জলদস্যুকে আত্মসমর্পণ করতে সফলভাবে বাধ্য করে। বুলগেরীয় জাহাজের মালিক নাভিবুলগার ভারতের এ উদ্ধার অভিযানকে একটি 'বড় সাফল্য' বলেছেন। সোমালি জলদস্যুদের আক্রমণের শীর্ষে থাকা ২০১১ সালে নৌবাহিনী জড়িতদের ভারতে নিয়ে বিচার করত ও কারাগারে রাখত। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নৌবাহিনী জাহাজগুলো পুনরুদ্ধার ও ক্রুদের উদ্ধার করার উদ্যোগ লিলেও নিরস্ত্র জলদস্যুদের সমুদ্রে ছেড়ে দিয়েছে। নৌবাহিনীর মুখপাত্র বিবেক মাধওয়াল এই সপ্তাহে বলেছিলেন, এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো সমুদ্রে আটক জলদস্যুদের বিচারের মুখোমুখি করার জন্য ভারতীয় উপকূলে আনা হবে। ভারতের জলদস্যুতা বিরোধী আইনের অধীনে পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড হতে পারে, যদি তারা হত্যা বা হত্যার চেষ্টার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়। তবে শুধু জলদস্যুতার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। ভারতের নৌবাহিনীর সদস্যদের ২০০৮ সাল থেকে।

গাজা সীমান্ত পরিদর্শনে যাচ্ছেন জাতিসংঘ মহাসচিব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস গতকাল শনিবার মিসর সীমান্ত সংলগ্ন গাজায় এক সফরে আসছেন বলে আশা করা হচ্ছে। তবে তিনি যে স্থানটিতে আসবেন তার পার্শ্ববর্তী শহর রাফায় হামাস যোদ্ধাদের নিশ্চিহ্ন করতে সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েল এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছাড়াই সেখানে সৈন্য পাঠানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। খবর এএফপির। সফরে গুতেরেস আবারও মানবিক যুদ্ধবিরতির জন্য আহ্বান জানাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে ইসরায়েলেকে রাফাহ শহরে হামলা না চালানোর জন্য ক্রমাগত অনুরোধের পরও তাতে কর্ণপাত করছে না দেশটি। রাফাহ শহরে গাজা উপত্যকার বেশিরভাগ লোক আশ্রয় নিয়েছে যুদ্ধের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে। এদিকে রাফাহ শহরে হামলার বিষয়ে ব্যাপক বেসামরিক লোকজনের প্রাণহানির শঙ্কার মধ্যে এবং এই ভূখণ্ডে অবনতিশীল মানবিক সঙ্কটের মুখেও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেই যাচ্ছেন তিনি সেনাবাহিনীকে রাফায় অভিযানের বিষয়ে নির্দেশ দেবেন। সফররত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে এ বিষয়ে নেতানিয়াহু বলেন, 'আমি আশা করি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন নিয়ে আমরা এই হামলা চালাব, তবে প্রয়োজনে আমরা একাই এই অভিযান পরিচালনা করব।' যুদ্ধবিরতির আহ্বান উপেক্ষা করে প্রায় ছয় মাস ধরে চলতে থাকা এই যুদ্ধে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে শুক্রবার পর্যন্ত ৩২ হাজার ৭০ জনের প্রাণহানি হয়েছে। যুদ্ধের কারণে গাজায় আসন্ন দুর্ভিক্ষের বিষয়ে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছে জাতিসংঘ। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে গতকাল শনিবার সকাল নাগাদ আরও ৬৭ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন।

পাঞ্জাবে বিষাক্ত মদ্যপান, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২১

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের পাঞ্জাবে বিষাক্ত মদকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২১ জনে দাঁড়িয়েছে। এখনো হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও কয়েক জন। জানা গেছে, তাদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। গত বুধবার পাঞ্জাবের সাংরুরে বিষাক্ত মদপানে অসুস্থ হয়ে পড়েন ৪০ জনের বেশি। এই ঘটনার পর সেখানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরেই বেআইনি মদের কারবার রমরমিয়ে চলছিল। এই কারবার বন্ধ করার জন্য এলাকাবাসীরা উদ্যোগও নেন। কিন্তু খুব একটা ফলপ্রসূ হননি। বেআইনি মদের কারবার তো রয়েইছে, তার সঙ্গে মদ্যেপদের দৌরাত্ম্যও দিনে দিনে বাড়ছিল এলাকায়। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বেশ কয়েক জন মদ্যপানের পরই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বিষাক্ত মদকাণ্ডে এখন পর্যন্ত পুলিশ চার জনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই বেআইনি মদ কারবারি।

রাজবধূর সাহসের প্রশংসায় রাজা চার্লস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ব্রিটিশ রাজবধূ, প্রিন্সেস অব ওয়েলস, কেট মিডলটন জানিয়েছেন, তিনি ক্যানসার আক্রান্ত এবং চিকিৎসা নিচ্ছেন। গত শুক্রবার এক ভিডিও বার্তায় কেট বলেন, গেল কয়েক মাসের কঠিন সময়ের পর এ সংবাদ ছিল তার পরিবারের জন্যওবড় ধাক্কা। বাকিংহাম প্যালেসের এক মুখপাত্র বলেন, ক্যাথরিন যে সাহস দেখিয়েছেন এজন্য রাজা তৃতীয় চার্লস গর্বিত। ক্যাথরিন ক্যানসার ও এর চিকিৎসার বিষয়ে যেভাবে কথা বলেছেন তিনি তার প্রশংসা করেছেন। এই কঠিন সময়ে তিনি ক্যাথরিন ও পরিবারের সঙ্গে আছেন বলে এক বার্তায় জানিয়েছেন। এদিকে কেট ইতিবাচক বার্তা দিয়ে বলেন, তিনি ভালো আছেন এবং প্রতিদিন নিজেকে শক্তিশালী অনুভব করছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়নি, তবে কেনসিংটন প্যালেস জানিয়েছে যে তারা প্রিন্সেস অব ওয়েলসের পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। কেটের ভিডিও বার্তা থেকে জানা যায়, জানুয়ারিতে যখন তার পেটে অস্ত্রোপচার হয়েছিল তখন সেখানে কোনো ক্যানসার ছিল না। কেট জানান,ওঅপারেশনের পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ক্যানসারের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। তাই আমার মেডিকেল টিম আমাকে কেমোথেরাপির নেওয়ার পরামর্শ দেয় এবং আমি এখন সেই চিকিৎসার প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছি। ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে কেমোথেরাপি শুরু হয়। প্যালেস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা ক্যানসারের ধরনসহ আর কোনো ব্যক্তিগত চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করবে না। ৪২ বছর বয়সী প্রিন্সেস অব ওয়েলস বলেন, যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত তাদের সবার কথা তিনি ভাবছেন। যারা যে রূপেই এই রোগের মুখোমুখি তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে কেট বলেন,ওবিশ্বাস ও আশা হারাবেন না। আপনি একা নন। কেটের অসুস্থতার খবরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ ও রাষ্ট্রনেতারা তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করে বার্তা দিয়েছেন। ব্রিটিশ রাজপরিবার ছেড়ে যাওয়া প্রিন্স হ্যারি ও তার স্ত্রী মেগান প্রিন্সেস অব ওয়েলস ক্যাথরিনেরওসুস্বাস্থ্য ও আরোগ্য কামনা করেছেন। কেটের ভাই জেমস মিডলটন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছোটবেলার একটি ছবি পোস্ট করে বলেন, ওবছরের পর বছর আমরা একসঙ্গে বহু পাহাড় ডিঙিয়েছি। পরিবার হিসাবে, এবারও আমরা একসঙ্গে এটি পার করব। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক কেটের দ্রুত এবং পুরোপুরি সুস্থতা কামনা করেছেন। আরোগ্য চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছে হোয়াইট হাউস।

রাফায় ইসরায়েলি হামলায় বাস্তুচ্যুত পরিবারের পাঁচ শিশু নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাফাহ শহরের পূর্বাঞ্চলে রাতভর ইসরায়েলি বাহিনী বিমান হামলা চালিয়েছে। সেখানে একটি আবাসিক বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। হামলায় ভবনে অবস্থানরত একটি বাস্তুচ্যুত পরিবারের পাঁচ শিশু নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ছাড়া আরো সাতজন আহত হয়েছে। তাদের সবাইকে রাফাহর আল-নাজ্জার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। শহরের পশ্চিম অংশেও অবিরাম হামলা হয়েছে। এতে এলাকার ভবনগুলোর ক্ষতি হয়েছে। এদিকে আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা শহরের আল-শিফা হাসপাতালের চারপাশে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগিয়েছে। সেনাবাহিনী হাসপাতালের ভেতরেএ আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ড।

শাটডাউন এড়াতে মার্কিন সিনেটে বিল পাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আংশিক সরকারি শাটডাউন এড়াতে ১২ হাজার কোটি ডলারের একটি তহবিল পাস করেছে মার্কিন সিনেট। গতকাল শনিবার ভোরে এই তহবিল পাস করা হয়েছে। বিলটি এখন আইনে স্বাক্ষর করার জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে পাঠানো হবে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। গত শুক্রবার প্রতিনিধি পরিষদে অনুমোদিত হয়েছিল বিলটি। এক হাজার ১২ পৃষ্ঠার এই বিলে প্রতিরক্ষা, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং অন্যান্য ফেডারেল সংস্থাগুলোর জন্য তহবিল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বৃহস্পতিবার সিনেটে বিলটির পক্ষে ভোট ছিল ৭৪টি আর বিপক্ষে ছিল ২৪টি। শুক্রবার সকালে ২৮৬-১৩৪ ভোটে বিলটি পাস হয়। বিলটি অনুমোদনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের প্রয়োজন ছিল। এই তহবিলের ৭০ ভাগের বেশি অর্থ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হবে। শুক্রবার মধ্যরাতে তহবিলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরপরই এই ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওইদিন সন্ধ্যায় সিনেট ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে প্রস্তাবিত সংশোধনী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলেও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিলটির অনুমোদন দিতে ব্যর্থ হয় সিনেট। এই সময়সীমার সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী তহবিলের মেয়াদও শেষ হয়ে যাচ্ছিল। বেড়ে যাচ্ছিলো স্বল্পমেয়াদী সরকারি শাটডাউনের আশঙ্কাও। তবে হোয়াইট হাউজ দ্রুত একটি নোটিশ পাঠিয়ে জানায়, অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট কার্যালয়টি ফেডারেল এজেন্সিগুলো বন্ধ করার পরিকল্পনা নিয়ে আর এগোবে না। তাদের বিশ্বাস ছিল কংগ্রেস আইন পাস করবে এবং প্রেসিডেন্ট গতকাল শনিবার এতে স্বাক্ষর করবেন।

বিনোদন

নতুন মানুষ নিয়ে ব্যস্ত তৃপ্তি দিমরি

বিনোদন ডেস্ক : গত বছর 'অ্যানিম্যাল' সিনেমা দিয়ে রীতিমতো তারকা বনে গেছেন বলিউড অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরি। এর আগে কালা, বুলবুলের মতো সিনেমা করলেও অ্যানিম্যালের সাফল্য তাকে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়। এই মুহূর্তে বলিউডের সবচেয়ে আলোচিত অভিনেত্রী তিনি। তবে ক্যামেরার সামনেই শুধু নয়, ব্যক্তিজীবন নিয়েও আলোচনায় রয়েছেন তৃপ্তি। বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, স্যাম মার্চেন্টের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন অভিনেত্রী। যদিও নিজের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি তিনি। তবে সম্প্রতি ফের একবার স্যাম মার্চেন্টের সঙ্গে ক্যামেরাবন্দি হলেন তৃপ্তি। গুঞ্জন রয়েছে, পরস্পরের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন তারা। ডেট করছেন নিয়মিত। চর্চিত এই জুটির ভিডিও বেশ ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। বান্দ্রার একটি স্টোরের বাইরে ক্যামেরাবন্দি হন তৃপ্তি এবং স্যাম। যদিও পাপারাৎ-সিদের দেখে বাকি আর পাঁচটা দিনের মতোই ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছেন অভিনেত্রী। এদিন অভিনেত্রীকে কালো টি-শার্ট এবং জিনস পরিহিত অবস্থায় দেখা গেছে। স্যাম পরেছেন গোলাপি টি-শার্ট এবং জিনস। স্যাম মার্চেন্ট পেশায় একজন ব্যবসায়ী। রেস্তোরাঁ আছে স্যামের। গোয়াতে ওয়েটার বিচ লাউঞ্জ ও গ্রিলেরও মালিক তিনি। বলিউড তারকাদের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক স্যামের।

নিপুণের পাশাপাশি রিয়াজকে কটাক্ষ করলেন নানা শাহ

বিনোদন ডেস্ক : চিত্রনায়িকা নিপুণের প্যানেল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন নানা শাহ। তিনি মিশা-ডিপজল প্যানেলে যোগ দিয়েছেন। তার ভাষ্য, 'নিপুণ কথা রাখেননি।' নিপুণের প্যানেলে গিয়ে ভুল করেছিলেন এ কথাও জানান তিনি। এবার নিপুণের পাশাপাশি নায়ক রিয়াজকেও কটাক্ষ করে মন্তব্য করলেন নানা শাহ। এই অভিনেতা বলেন, 'আমার কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। আমি যুদ্ধের সময় দৌড়িয়েছি, তাদের খাবার দিয়েছি। গুলি কাঁধে নিয়ে দৌড়িয়েছি। এগুলো বলে আমার লাভটা কি? আমি আজ এ কারণে বলছি যে, আমাকে আড়াইশো-তিনশ লোকের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। কারণ আমি যুদ্ধ করা একটা মানুষ।' নায়ক রিয়াজকে উদ্দেশ্য করে করে নানা শাহ বলেন, 'রিয়াজকে আমি খুব পছন্দ করি। আমার মনে হয় ও ব্যক্তিত্বহীন একটা ছেলে। নিপুণের পিছে পিছে যখন হাঁটে তখন আমার মনে হয় সে ব্যক্তিত্বহীন। আর হিরো হিসেবে এখন তাকে চিন্তাই করি না। কারণ হিরো হতে হয় দুই জায়গায়- বাস্তবেও তাকে হিরো হতে হয়। স্ক্রিনে যে হিরো বাস্তবেও সে হিরো। না হলে তাকে হিরো মানায় না। সে এখন নিপুণের চামচা হয়ে গেছে- এটা খুব কষ্টদায়ক!' 'আমি রিয়াজ-ফেরদৌস একসঙ্গে ফিল্মে ঢুকেছি। আমার কল্পনায় আসে না রিয়াজ নিপুণের পিছে পিছে হাঁটবে! রিয়াজের পিছনে নিপুণ হাঁটবে এটা আমি চাই। ইনশাল্লাহ এটা হবে। রিয়াজ বুঝতে পারবে।' সম্প্রতি চাউর হয়েছে শিল্পী সমিতির ২০২৪-২৬ মেয়াদের নির্বাচন হবে না। তবে নানা শাহ বলেন, কেউ নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না। তা হতে দেওয়া যাবে না। তিনি বলেন, 'আমি শুনছি নির্বাচন বন্ধ করে দেবে। এসব ফালতু কথা বলে কোনো লাভ নেই। নির্বাচন হবেই। আমরা সব শিল্পীরা মিলে নির্বাচন করব। কেউ যদি বাধা দেয়, নির্বাচন বানচাল করতে চায় আমরা তাকে বাধা দেব। কিন্তু শিল্পী সমিতির নির্বাচন বন্ধ করতে পারবে না।'

রাজ চক্রবর্তীর নতুন সিনেমায় মিঠুন চক্রবর্তী

বিনোদন ডেস্ক : নির্মাতা রাজ চক্রবর্তী দীর্ঘদিন আগে থেকেই মিঠুন চক্রবর্তীকে নিয়ে তার সিনেমায় কাজ করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। তবে সেই সময়ে কাজটা করা হয়নি। এর ১১ বছর পর এলো সেই দিনটি। অবশেষে মিঠুনের সঙ্গে কাজ করছেন রাজ চক্রবর্তী। মনিটরে চোখ রেখে যখন অ্যাকশন-কাট বলছিলেন রাজ চক্রবর্তী, তখন তার চোখেমুখে খুশির আমেজ। স্বপ্নপূরণই তো। কারণ ক্যামেরার সামনে বসে রয়েছেন, মিঠুন চক্রবর্তী। এসভিএফের প্রযোজনায় তৈরি হচ্ছে রাজ চক্রবর্তীর নতুন সিনেমা, এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তী ও মিঠুনকে দেখা যাবে। মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচালক হিসেবে কাজ করার জন্য আলাদা করে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন রাজ? এ পরিচালক বলছেন, 'একটি ডান্স রিয়েলিটি শোয়ের আগে কাজ করেছিলাম মিঠুনদার সঙ্গে। সেই সময় থেকেই খুব ভালো সম্পর্ক। ২০১৩ সালে ওকে 'প্রলয়' সিনেমার অফার দিয়েছিলাম। উনি রাজিও হয়েছিলেন, তবে সেই সময়ে কাজটা হয়ে ওঠেনি। এতদিন পরে, অবশেষে তার সঙ্গে কাজ করতে পারছি। তার সম্পর্কে যে গল্পগুলো শুনেছি, কীভাবে উনি কাজ করেন, চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করেন। সবটা দেখছি আর শুধুই মুগ্ধ হচ্ছি। অসাধারণ। তিনি আরও বলেন, 'এ সিনেমাটি এক পরিবারের গল্প। বাবা-ছেলের সম্পর্কের গল্প। এখনকার সমাজেই এমন অনেক চরিত্র পাওয়া যায় যারা তাদের বাবা-মায়ের কথা ভাবেন না, খোঁজও নেন না। বাবার চরিত্রটা মিঠুনদা এত নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলছেন! কখনো ভয়, কখনো রাগ, কখনো বিরক্তি। সবটাই দুর্দান্ত। আর সিনেমাতে তার আসল বয়সটাই দেখানো হচ্ছে।' মিঠুন চক্রবর্তীর এ সিনেমার চিত্রনাট্য শোনা প্রসঙ্গে রাজ বলছেন, 'মিঠুনদা শুটিংয়ে একরকম মানুষ আর শুটিংয়ের বাইরে একেবারে অন্যরকম। যখন তাকে গল্পটা শোনাই, তিনি বলেছিলেন সোজাভাবে গল্পটা বললেই দর্শকদের মন ছুঁয়ে যাবে। বেশি পাকামি করা চলবে না। তার কিছু কিছু পরামর্শ ছিল, দিলেন। তবে আমার সবচেয়ে চিন্তা ছিল মিঠুনদার লুক টেস্ট নিয়ে। তার চুল কাটাতে হত। সেটা তাকে বলায় মিঠুনদা এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন তার লম্বা চুল কাটতে। শুধু তাই নয়, একেবারে নো মেক আপ লুকে কাজ করতে রাজি হয়েছেন।

আদিত্য চোপড়াকে বিয়ে নিয়ে রানির অভিব্যক্তি

বিনোদন ডেস্ক : নব্বই দশক থেকে চুটিয়ে কাজ করেছেন হিন্দি ছবিতে। অভিনেত্রী হিসাবে তিনি যে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী তিনি- তার প্রমাণ রেখেছেন বিভিন্ন ঘরানার ছবিতে। কেরিয়ারের মধ্যগগনে থাকাকালীনই যশরাজ ফিল্মসের কর্ণধার আদিত্য চোপড়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন রানি। ২০১৪ সালে আদিত্যকে বিয়ে করার পর থেকেই কমিয়ে ফেলেন কাজের সংখ্যা। বছরে একটা, কখনও আবার তিন বছরে একটা ছবি করেছেন। তবে সম্প্রতি আবার পুরনো ছন্দে ফিরেছেন রানি। একসময় যশরাজ ফিল্মস ছাড়া কাজ করতেন না। এখন সেই নিয়ম ভেঙেছেন নিজেই। প্রায় দশ বছরের দাম্পত্য জীবন তার ও আদিত্য চোপড়ার। কিন্তু কখনোই নিজের বিয়ে বা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সে ভাবে মুখ খোলেননি রানি। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে যশরাজের কর্ণধার আদিত্যকে বিয়ে করার নেপথ্যের কারণ জানালেন অভিনেত্রী। ব্যক্তিগত জীবনকে সব সময় ক্যামেরার বাইরেই রেখেছেন রানি ও আদিত্য। মেয়ে আদিরাকেও সে ভাবেই বড় করেছেন তারা।

অতীতের দিকে ঘুরে তাকাতে চান না সামান্থা

বিনোদন ডেস্ক : নাগা চৈতন্যের সঙ্গে সামান্থা রথ প্রভুর দাম্পত্য ছিল চার বছরের। এর আগে একটা লম্বা সময় একত্রবাস করেছেন তারা। কিন্তু, ২০১৭ সালে বিয়ের পরই যেন বাড়তে থাকে জটিলতা। শেষমেশ বিয়ে ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন দু'পক্ষই। তবে, বিবাহবিচ্ছেদ যে সামান্থাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছে, তা কথায়-বার্তায় বিভিন্ন সময় বুঝিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী। বিবাহবিচ্ছেদের পরবর্তী সময়ে অসুস্থ ছিলেন প্রায় দু'বছর। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরছেন অভিনেত্রী। এর মাঝেই সম্প্রতি মুম্বাইয়ে অ্যামাজন প্রাইমের অনুষ্ঠানে দেখা হয় দুই প্রাক্তনের। অবশ্য একে অপরকে এড়িয়ে যান তাঁরা। যদিও গত দু'বছরে বিভিন্ন সময় তাদের ফের এক হওয়ার গুঞ্জন শোনা গিয়েছে। তবে এ বার চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন সামান্থা। অতীতের দিকে নাকি ফিরে তাকাতেই চাইছেন না তিনি। এই মুহূর্তে নাগা ও সামান্থা নিজেদের মতো করে তাদের জীবন গুছিয়ে নিয়েছেন।

বিয়ের পিঁড়িতে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন কঙ্গনা

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের ঠোঁটকাটা অভিনেত্রী হিসেবেই পরিচিত কঙ্গনা রানাওয়াত। একের পর এক ইস্যুতে বক্তব্য দিয়ে নিয়মিত থাকেন আলোচনায়। তবে এবার আলোচনায় এলেন বিয়ের সংবাদে। জোরালো গুঞ্জন চলছে, ভারতের লোকসভা ভোটের পরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন অভিনেত্রী! প্রেম-বিয়ে-সম্পর্ক থেকে দুরেই থাকতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। তবে অন্যের সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করতে দুইবার ভাবেন না। নিয়মিত নিজের মতামত ব্যক্ত করে চলেছেন তিনি। কে রাগলো, কে খুশি হলো- এসব পাত্তাই দেন না কঙ্গনা। তবে এবার এলো তাঁরই বিয়ের খবর! একাধিক ভারতীয় প্রতিবেদন অনুসারে, ভারতের লোকসভা ভোটের পরেই বিয়ে করবেন কঙ্গনা। ইতোমধ্যেই জনপ্রিয় এক ফ্যাশন ডিজাইনারের সঙ্গে দেখা করে বিয়ের পোশাকও বানিয়ে ফেলেছেন কঙ্গনা। শোনা যাচ্ছে, মুম্বাইয়ের বদলে হিমাচল প্রদেশে ছিমছাম বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই পাত্রের গলায় মালা দেবেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি ইংরেজি এক সংবাদমাধ্যমে কঙ্গনার বিয়ের খবর ভুল করে ফাঁস করে দেন তাঁর ফ্যাশন ডিজাইনার। তবে পাত্রের সম্পর্কে কিছু বলেননি তিনি। তবে সূত্র বলছে, কঙ্গনার হবু স্বামী বলিউডের কেউ নন। তাঁর হবু বর বিদেশে থাকেন এবং জনপ্রিয় ব্যবসায়ী। বেশ কিছুদিন ধরেই নাকি এই ব্যবসায়ীর সঙ্গে গোপনে প্রেম করছেন কঙ্গনা। আর এবার বিয়ের পালা। অতীতে একাধিকবার প্রেমে জড়িয়েছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। কিন্তু কোনো সম্পর্কই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি! প্রেমের জেরে বিতর্কেও জড়িয়েছেন বহুবার। সম্প্রতি এস মাই ট্রিপ সংস্থার মালিক নিশান্ত পিত্তির সঙ্গে অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে একসঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা গিয়েছিল কঙ্গনাকে। মন্দির চত্বর থেকে দুজনের ছবি ভাইরালও হয়। তখন কঙ্গনা বলেছিলেন, 'আমার একান্ত অনুরোধ ভুয়া খবর ছড়াবেন না দয়া করে। নিশান্ত পিত্তির একটা সুখী দাম্পত্য জীবন রয়েছে। আর আমিও অন্য কারও সঙ্গে প্রেম করছি। সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন। এসব করে আমাদেরকে বিচলিত করবেন না। একজন নারীর সঙ্গে প্রতিদিন নতুন নতুন পুরুষের নাম জড়াবেন না দয়া করে।' বর্তমানে ফিল্মি ক্যারিয়ারে সবচেয়ে খারাপ সময় পার করছেন অভিনেত্রী। তাঁর একের পর এক সিনেমা ফ্লপ হচ্ছে। বছরখানেক ধরে কঙ্গনা একেবারে একাকী জীবন।

ঈদে আসছে নারী ঘটক চরিত্রে কেয়া পায়েল

বিনোদন ডেস্ক : তার নাম স

ছেলের মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে পিতার সংবাদ সম্মেলন

সাঁথিয়া, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সাঁথিয়ায় জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে হামলা,মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলার প্রতিবাদে ন্যায় বিচার চেয়ে ছেলের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করছেন পিতা আলহাজ মওলানা আবু তাহের মিয়া (৮০)। শনিবার দুপুরে উপজেলার নন্দনপুর ইউনিয়নের সুন্দরকান্দি গ্রামে নিজ বাড়ীতে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমার মোট জমি প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানদের মধ্যে অংশ হিসেবে রেজিষ্ট্রী করে দিয়েছি। সে অনুযায়ী ছোট ছেলে ফয়সাল জমি দখল নিতে গেলে অপর ছেলে ফিরোজ ও ফরিদ বাধা দেয়। ফিরোজ পাবনা শহরে বসবাসরত প্রথম পক্ষের ছেলে মাহবুবুল আলম ফারুককে মোবাইলফোনে বিষয়টি জানালে গতকাল শুক্রবার বিকেলে ফারুক(৪৫) পাবনা থেকে সরকারি মনোগ্রাম(স্ট্রিকার) যুক্ত পাজেরো জীপ গাড়ীতে (ঢাকা মেট্রো- ঘ ১১-১৬১৮) ৫/৭ জন ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীদের সাথে করে দেশিয় অস্ত্র নিয়ে বাড়ীতে এসে হামলা চালায় এবং আমার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে শামসুল আলম ফয়সালকে (২৫)মেরে ফেলার জন্য খুজতে থাকে। প্রাণ ভয়ে ফয়সাল পালিয়ে পাশের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। এসময় আমি, আমার স্ত্রী ও পুত্রবধূর আর্তচিৎকারে এলাকাবাসী এগিয়ে আসে। এ সময় ফারুকসহ তার হেলমেট পরিহিত সহযোগীরা এলাকাবাসীর উপর হামলা করে। এলাকাবাসী তাদের প্রতিহত করতে গেলে গাড়ী ভাংচুরের ঘটনা ঘটে এবং সন্ত্রাসীদের আটক করে থানা পুলিশকে খবর দেয়া হয়। পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে গাড়ীসহ থানায় নিয়ে যায়। থানায় আমার ছেলে ফয়সাল বাদী হয়ে মামলা করতে গেলে পুলিশ তা নেয়নি। বরং উল্টো ফারুক বাদী হয়ে ফয়সালসহ ৭জন নামীয় ও অজ্ঞাত ১৫/২০ জনের নামে মিথ্যা মামলা করে। আমি উক্ত মামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশাসনের নিকট ন্যায় বিচার দাবী করছি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফয়সালের মা সালমা বেগম, স্ত্রী মনিরা আক্তার মৌ,ইন্তাজ আলী, ইয়াছিন আলী, ছাত্তার প্রামানিকসহ এলাকার শতাধিক নারী পুরুষ ।

বরিশালের ভোলা থেকে নদীপথে আসা তরমুজ আড়তে নিচ্ছেন শ্রমিকেরা। আকার অনুযায়ী এসব তরমুজ পাইকারি ৮০ থেকে ৪৫০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। চারারগোপ ফলের আড়ত, নারায়ণগঞ্জ।

বরিশালে সরিষা ফুলের মধুতে লাভবান চাষিরা

বরিশাল প্রতিনিধি : মাঠের পর মাঠ সরিষা ক্ষেত। মধু চাষিরাও ব্যস্ত ক্ষেত থেকে মধু সংগ্রহে। বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার প্রায় সব ফসলের মাঠেই দেখা গেছে এমন চিত্র। এসব মাঠ থেকে মধু চাষিরা খাঁচা পদ্ধতিতে মৌমাছির মাধ্যমে মধু সংগ্রহে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন। এতে অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হচ্ছে সরিষা চাষি ও মৌচাষি দুজনেই। কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, সরিষা ক্ষেতের পাশে মধু চাষের কারণে পরাগায়ন ঘটছে ফসলের। এতে সরিষারও ফলন ২৫ শতাংশ বেড়ে যায়। সরিষা ক্ষেত থেকে মধু সংগ্রহ লাভজনক ব্যবসা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মধু বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন তারা। জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার রাকুদিয়া গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, এ বছরই জেলায় প্রথম এত বড় পরিসরে সরিষা আবাদ হওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে মধু চাষ করছেন এক খামারি। টাঙ্গাইল জেলা থেকে খবর পেয়ে সরিষা ক্ষেতের পাশে করেছেন মধু সংগ্রহের খামার। টাঙ্গাইল থেকে আসা মধু চাষি মো. আয়নাল হক জাগো নিউজকে বলেন, '১০৫টি বাক্সে ৮ শতাধিক চাক বসিয়েছি। এখান থেকে এরই মধ্যে ১৫ দিনে ৭ মণ মধু আহরণ করেছি। বাকি সময়টাতে আরও ৫ মণ মধু আহরণের আশা করছি। প্রতি কেজি মধু ৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি। স্থানীয়রা ও আশপাশের এলাকার লোকজন সরাসরি ক্ষেত থেকে মধু কিনে নিচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদা মিটিয়ে এই মধু দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠাচ্ছি।' মধু কিনতে আসা সাব্বির বলেন, 'এভাবে কখনো মধু আহরণ দেখিনি। সরাসরি মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে মেশিনের মাধ্যমে তা প্রস্তুত করে দিচ্ছেন। এখানে ভেজালের কোনো সুযোগ নেই। তাই নিজের চোখে দেখে মধু কিনে নিয়ে যাচ্ছি।' আরেক ক্রেতা জুবায়ের বলেন, 'সরাসরি ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করা মধু নিচ্ছি। এখানে কোনো ভেজাল করার মতো কিছু নেই। সবকিছু চোখের সামনেই দেখছি। তাই নির্দ্বিধায় কিনে নিচ্ছি। এছাড়া দামও অন্যান্য জায়গার তুলনায় কম।' উপজেলার রাকুদিয়া গ্রামের কৃষক এনায়েত করিম বলেন, 'শুধু এই গ্রাম নয়, উপজেলার সব গ্রামেই শত একর জমিতে হলুদের সমারোহ। আবাদ ভালো দেখে মাঠের পর মাঠ সরিষার আবাদ। কোনো মাঠে হলুদ ফুলে ভরে গেছে আবার কোনোটায় সরিষার দানা চলে এসেছে। ক্ষেতের পাশেই মধু চাষের কারণে প্রতিবারের চেয়ে এবার ২০ শতাংশ ফলন বেশি হয়েছে।' আরেক কৃষক টিটু বলেন, 'এবার পুরো মাঠজুড়ে বিনা সরিষা-১১ আবাদ করেছেন। প্রতি বছর এর আবাদ সীমিত হলেও এ বছর বিনা সরিষা-১১ এর ফলন আশা জাগিয়েছে লাভবান হওয়ার। তাছাড়া এ বছর ক্ষেতের পাশেই মধু চাষ শুরু করায় ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্প জীবনকালের এই সরিষা আবাদে খুশি কৃষকরা।' বরিশাল বিনা উপকেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. ছয়েমা খাতুন জাগো নিউজকে বলেন, 'মৌমাছি বসন্তের সময়টুকুতে ফুলের মৌ-রস সংগ্রহ করতে গিয়ে পরাগায়ন ঘটায়। এতে আবাদ যেমন বেড়েছে, তেমনই অর্থনৈতিকভাবে দুজনই লাভবান হচ্ছেন।

শেবাচিমে ১১ লিফটের নয়টি অচল

সচলগুলোতে প্রায়ই মুমূর্ষ রোগী নিয়ে আটকে পরতে হয়

বরিশাল প্রতিবেদক : বিভাগীয় শহরের নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র বরিশাল শের-ই বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের (শেবাচিম) ১১টি লিফটের নয়টি অচল অবস্থায় পরে রয়েছে। দুইটি লিফট দিয়ে রোগীসহ দর্শনার্থীরা চলাচল করছেন। তাও আবার একটি প্রায়ই আটকে যায়। এতে করে হাসপাতালে প্রবেশের পর থেকেই নানা ভোগান্তিতে পরতে হচ্ছে রোগীসহ তাদের স্বজনদের। গণপূর্ত বিভাগের দোহাই দিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জনভোগান্তির কথা স্বীকার করলেও গণপূর্ত বিভাগ বলছে ভিন্নকথা। হাসপাতালের ভবনগুলোও রয়েছে চরম ঝুঁকিতে। সামান্য ভূমিকম্প হলেই হাসপাতালের পুরনো ভবনগুলো ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এছাড়া হাসপাতালে ভর্তি মুমূর্ষ রোগীদের জন্য বিনামূল্যে রক্ত দিতে এসে ডোনারদেরও পরতে হচ্ছে চরম বিরম্বনায়। ঘন্টার পর ঘন্টা রক্তের ডোনাররা বসে থাকলেও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাজ চলে কচ্ছপগতিতে। মুমূর্ষ রোগীদের আনা নেওয়ার জন্য ট্রলি ব্যবহার করতে দায়িত্বরতদের দিতে হচ্ছে দুই থেকে তিনশ' টাকা করে। টাকা ছাড়া ট্রলি ব্যবহার করতে দিচ্ছেন না বিভিন্ন ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত আয়া ও বুয়ারা। সূত্রমতে, শেবাচিমের সারা অঙ্গে সমস্যার কথা জেনেও। তার উপরেই ভরসা করে প্রতিদিন চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষ। পদ্মার দক্ষিণপাড়ের মানুষের আধুনিক চিকিৎসা সেবার একমাত্র ভরসাস্থল শেবাচিম হাসপাতাল বয়সের ভারে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। চিকিৎসা সেবার মান নিয়ে রোগীদের অভিযোগ না থাকলেও হাসপাতালটিতে প্রবেশের পর থেকেই শুরু হয় নানা ভোগান্তি। পুরো হাসপাতালের কোথাও রোগীর স্বজনদের জন্য বসার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে আসা রোগীর স্বজনদের প্রতিনিয়ত চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। শনিবার সকালে উজিরপুর থেকে সন্তানের চিকিৎসা করতে আসা গৃহবধূ মুক্তা বেগম জানান, গত চার দিন আগে তিনি সন্তানের জন্য বাহির থেকে ওষুধ ক্রয় করতে আনতে যাওয়ার জন্য লিফটে উঠে প্রায় ২০ মিনিট আটকা ছিলেন। তখন দম বন্ধ হয়ে তিনি নিজেই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। অপর এক রোগীর স্বজন শাহজালাল হাওলাদার জানান, হাসপাতালে ভর্তি তার মুমূর্ষ স্ত্রীকে ট্রলিতে শুয়িয়ে তৃতীয় তলা থেকে পঞ্চম তলায় যাওয়ার জন্য লিফটে উঠেছিলেন। পথিমধ্যে প্রায় ১৫ মিনিট লিফটের মধ্যে তারা আটকে পরেছিলেন।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক পোরশা শাখা

পোরশা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁ পোরশা উপজেলার কৃষক ও কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের পোরশা শাখা। কৃষকরা এই শাখা থেকে সহজেই ঋন নিয়ে তাদের বিভিন্ন উৎপাদন মুলক কাজ করছেন। এছাড়াও জনসাধান তাদের ব্যায়াতিরীক্ত অর্থ ব্যাংকটিতে জমা রেখে লেনদেন করে ভাল মুনাফা পাচ্ছেন। তবে আগের মত দালাল ধরে কাজ করতে হয়না। যেখানে দালালদের পাল্লায় পড়ে কৃষকদের নিয়মিত হয়রানি হতে হতো সেখানে দালাল ছাড়া কৃষক সহ সাধারন মানুষ সহজেই যে কোন কাজ করতে পারছেন। যেখানে ঘুষ ছাড়া কৃষি ঋণ, সিসি ঋণ সহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ পাওয়া দুস্কর ছিল সেখানে গ্রহিতাদের আর কোন বিড়ম্বনা পোহাতে হয়না। তেমন কোন সমস্যায়েও পড়তে হয়না। আর এর অমুল পরিবর্তন হয়েছে শাখাটির বর্তমান ব্যবস্থাপক শফিকুর রহমান যোগাদানের পর থেকে। তিনি গত ৬ মার্চ/২২ইং তারিখে শাখাটিতে যোগদানের পর থেকে দালাল ও ঘুষ মুক্ত করেছেন বলে অনেকে মনে করছেন। ফলে শাখাটিতে আর্থিক লেনদেনও বেড়েছে। সরজমিনে ব্যাংকে গিয়ে কতা হয় ব্যবস্থাপক শফিকুল ইসলামের সাথে, তিনি জানান, তিনি অত্র শাখায় যোগদানের পর থেকে দালাল, ঘুষ এবং কেন দূর্নীতি নেই। তিনি থাকা কালীন এসব হবেনা বলেও তিনি জানান। এর আগে এগুলো হয়ে থাকতে পারে কিন্তু তার সময় হবেনা। বর্তমান ব্যাংকটিতে বিভিন্ন পর্যায়ের ১০ হাজারের অধিক গ্রাহক রয়েছে। তাদের তারা হয়রানি নয় সব সময় ভাল সেবা দেওয়ার চেষ্ঠা করছেন বলে জানান। এছাড়াও ব্যাংকটিতে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা রয়েছে, যা জনসাধারন গ্রাহক ভুক্ত হয়ে সেবাগুলো গ্রহণ করতে পারেন। সুবিধা গুলোর মধ্যে আরটিজিএস ও ইএফটিএন এর মাধ্যমে যে কোন ব্যাংকের শাখায় দ্রুত অর্থ পাঠানো যায়, শর্তপূরণ সাপেক্ষে দ্রুত সময়ে ঋণ প্রদান করা হয়, বিদেশ থেকে যে কেউ সহজেই অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং এখানে কোন গ্রাহক হয়রানি নেই বলে তিনি জানান।

সৈয়দপুরে মুসলিম মেয়ের সাথে প্রেমের অপরাধে জেলে হরিজন পুত্র

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর সৈয়দপুরে হরিজন হয়ে এক মুসলিম মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক করতে গিয়ে জেলে গেল সৌরভ শর্মা (১৯) নামে এক যুবক। এটি ঘটেছে সৈয়দপুর শহরের পুরাতন বাবুপাড়ায়। ২২ মার্চ রাতে প্রেমের টানে ওই ছেলে মেয়ে একত্রিত হলে তাদের ধরে ফেলে এলাকার লোকজন। পরে পুলিশ উভয়কে থানায় নিয়ে আসে। এ ঘটনায় মেয়ের বাবা বাদী হয়ে সৈয়দপুর থানায় মামলা করলে আদালতের মাধ্যমে ছেলেকে জেল হাজতে পাঠানো হয়। অভিযোগে জানা যায়,পুরাতন বাবুপাড়া অফিসার্স কলোনীর বাসিন্দা হরিজন শিবু শর্মার ছেলে সৌরভ শর্মা (১৯) একই মহল্লার নাদিম হোসেনের মেয়ে নাদিয়া আক্তার (১৭) এর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

শেরপুরে চেয়ারম্যানের ট্রাকের চাকায় প্রাণ গেল বৃদ্ধার

সৌরভ অধিকারী শুভ; শেরপুর, বগুড়া প্রতিনিধি : বগুড়ার শেরপুরে খোয়া বোঝাই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে বুলি খাতুন (৭০) নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছে শনিবার বেলা সাড়ে ১২ টায় উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের মধ্যপাড়া গ্রামের গ্রামীন সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওই নারী মির্জাপুর মধ্যপাড়া গ্রামের মৃত ভোলা মিয়ার মেয়ে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, গ্রামীন এই সড়কে মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব জাহিদুল ইসলামের ট্রাকে করে সড়কের নির্মাণ সামগ্রী ইটের খোয়া নিয়ে সড়কের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় পথচারী ওই নারী সড়কের পাশ দিয়ে ট্রাকের পিছনে দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। এমন সময় এই ট্রাকটি সামনের দিকে না গিয়ে ব্যাক গিয়ার দিকে পিছনে যেতে থাকে। এতে ট্রাকের পিছন চাকা ওই নারীর শরীরের উপরে উঠে যায়। এতে ট্রাকটির পিছন চাকায় পিষ্ট হয়ে ওই বৃদ্ধা ঘটনাস্থলে মারা যায়। এই দুর্ঘটনা পর ট্রাকটি দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ট্রাকটি আটক।

এ ব্যাপারে মির্জাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব জাহিদুল ইসলাম বলেন, যে ট্রাকটি আটক করা হয়েছে সেই ট্রাকটি আমার। কিন্তু আমার ট্রাকটি দুর্ঘটনা কবলিত এলাকায় ছিলনা। হাইওয়ে পুলিশ ভুল বুঝে আমার ট্রাকটি আটক করেছিল।

শেরপুর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক আনোয়ার হোসেন বলেন, এই দুর্ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়া ট্রাকটির সন্ধান করা হচ্ছে। নিহত নারীর লাশটি আইনি প্রক্রিয়াসহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দেলদুয়ারে নবতারা ক্লাবে ইফতার মাহফিল

দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে জাঙ্গালিয়া নবতারা ক্লাবের সভাপতি মো: নিশাদ খানের আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার ডা: এফ আর খান পাইলট ইন্সটিটিউট হাই স্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন দেলদুয়ার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান মরুফ, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান রহমান মতি, দেলদুয়ার উপজেলা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ খান চান খা, দেলদুয়ার উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এস,এম ফেরদৌস আহমেদ, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক লায়ন এম শিবলী সাদিক।

ঈদের পোশাক কিনতে নগরের বিভিন্ন বিপণিবিতানে যাচ্ছেন ক্রেতারা। বন্দরবাজার, সিলেট।

দুই বোনের শখের ছাদ বাগান

মামুনুর রশিদ হৃদয় : হরেক রকমের ফুল, ফল ও সবজির সমারোহ বাড়ির ছাদজুড়ে। মনোমুগ্ধকর বাগানটিতে আছে নাম না জানা দেশি-বিদেশি গাছের সমারোহ। ছাদের এক কোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত নানা গাছের সমন্বয়ে এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীর বনশ্রী এলাকায় নিজ বাড়িতে এই শখের বাগান গড়ে তুলেছেন এশা ও লামিয়া নামের দুই খালাতো বোন। বাড়ির ছাদে ফল-ফুল ও শাক-সবজির বাগান গড়ে তুলে সাড়া ফেলেছেন তারা। বৃক্ষপ্রেমীদের কাছে বাড়িটি এখন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। লামিয়া বলেন, 'শহুরে যানজটের ফাঁকে স্নিগ্ধতা পেতে বাড়ির ছাদে সবুজের মাঝে কৃষির নির্যাস পেতেই আমাদের এই পরিকল্পনা।' বৃক্ষপ্রেমী এশা জানান, ছাদ বাগান করার শখ তার বাবার কাছ থেকে তার মধ্যে এসেছে। তিনি বলেন, 'আমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন। সেই সুবাদে রাজধানীর বাইরে আমি বেশি থেকেছি। বাবাকে দেখতাম অনেক সবজির বাগান করতেন। শীতের সময় রং-বেরঙের ফুল গাছ লাগাতেন। এসব দেখতে দেখতে নিজেরও শখ জাগে, আমার নিজের বাগান থাকবে। বারান্দা-ছাদে সুন্দর সুন্দর গাছ লাগাবো।' এশা ও লামিয়া বলেন, 'আমাদের ছাদ বাগানে প্রায় সব ধরনের গাছ আছে। ফুলের মধ্যে গোলাপ, বেলি, নয়নতারা বাদেও দেশি-বিদেশি ফুল গাছ ও ক্যাক্টাস, ঘৃতকুমারি আছে। সবজির মধ্যে বেগুন, টমেটো, লাউ, করলা, চিচিঙ্গা ইত্যাদি আছে। ফলের মধ্যে ড্রাগন, লিচু, পেঁপে, আম, বরই, পেয়ারা, লেবু আছে। এ ছাড়া মরিচ ও আখ আছে। কিছুদিন আগে তেতুল গাছ লাগানো হয়েছে।' ছাদে গাছ লাগালে মাটির সঙ্গে গাছের সরাসরি সংযোগ থাকে না। তাই নিতে হয় একটু বাড়তি যত্ন। মিলেমিশে পরিবারের সবাই গাছের যত্ন নেন। এমনই জানাচ্ছিলেন দুই বোন। তারা বলেন, 'বাড়তি যত্নে গোবর সার দেওয়া হয়। পাশাপাশি পটাশিয়াম ও ইউরিয়া ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়।' পোকামাকড় রোধে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কি না জানতে চাইলে এশা বলেন, 'একবার আমাদের গাছে পোকা ধরেছিল; তখন বাবা কীটনাশক এনে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। বিশেষ করে শীতকালে গাছের আগাছা অনেক বেড়ে যায়। তখন নিড়ানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। আর নিয়মিত গাছে পানি দিচ্ছি।' নিজের হাতে যত্ন নিয়ে উৎপাদিত ফল-ফলাদি ও সবজি খাওয়ার অনুভূতি জানাচ্ছিলেন লামিয়া। তিনি বলেন, 'আমাদের একবার প্রচুর ড্রাগন ফল হয়েছিল।

গফরগাঁওয়ের পাগলা থানা ছাত্রদলের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানা ছাত্রদলের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল গত শুক্রবার পাগলা বাজার এলাকায় গল্প কুঠির রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএনপির চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায়, বিগত আন্দোলন সংগ্রামে নিহত- আহত ও সকল কারাবন্দীদের স্মরণে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পাগলা থানা ছাত্রদলের সদস্য সচিব সুখেন আকন্দের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ (দক্ষিণ) জেলা বিএনপির যুগ্ম- আহ্বায়ক গফরগাও উপজেলা ও পাগলা থানা গণমানুষের নেতা এ্যাডভোকেট আল ফাতাহ্ খান। পাগলা থানা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ন- আহবায়ক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও যুগ্ন- আহবায়ক মকিবুল হাসানের সঞ্চালনায় ইফতারপূর্ব দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন ঢাকার সরকারি মাদ্রাসা ই আলিয়া ছাত্রদলের আহ্বায়ক মাওলানা ইসমাঈল খান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গফরগাঁও পৌর বিএনপির যুগ্ম- আহ্বায়ক ও গফরগাঁও উপজেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক আঃ গফুর হাসান, পৌর বিএনপির যুগ্ন- আহবায়ক ও পৌর শ্রমিক দলের আহবায়ক আল- আমিন জনি, পৌর বিএনপির সদস্য সুশান খন্দকার, পাগলা থানা বিএনপির সদস্য আঃ মালেক, আমির উদ্দীন পাহলোয়ান, মোঃ লিটন খান, ফারুক আহমেদ, আমির হোসেন, আফজাল উল আলম উজ্জ্বল, আরিফুল ইসলাম সজীব, উপজেলা যুবদলের যুগ্ন- আহবায়ক গোলাম মোস্তফা, যুগ্ন- আহবায়ক মোঃ নাহিদ, ময়মনসিংহ (দক্ষিণ) জেলা যুবদলের সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক আনসারুল ইসলাম, ময়মনসিংহ (দক্ষিণ) জেলা যুবদলের সহ- সম্পাদক খলিল খান, ময়মনসিংহ (দক্ষিণ) জেলা যুবদলের সহ জলবায়ু বিষয়ক মোঃ শরীফ আহমেদ, ময়মনসিংহ (দক্ষিণ) জেলা যুবদলের সদস্য ওয়াদুদ সরকার, সদস্য সারোয়ার আলম, সদস্য উজ্জ্বল আহমেদ, সদস্য সাইফুল ইসলাম, উপজেলা যুবদল নেতা এস,এম মহিউদ্দিন সুমন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ন- আহবায়ক দিদারুল ইসলাম।

সুজানগরে নৌ-পথে মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া বৃদ্ধি

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরের বিভিন্ন নৌ-পথে খেয়া নৌকায় মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। এতে যাত্রীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার নাজিরগঞ্জ-ধাওয়াপাড়া এবং সাতবাড়ীয়া-হাবাসপুর পদ্মা নৌ-পথ রয়েছে। ওই দু'টি নৌ-পথের খেয়া নৌকার মাঝিরা যাত্রীদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছেন। উপজেলার উলাট গ্রামের ভুক্তভোগী যাত্রী আলতাফ হোসেন বলেন উপজেলার নাজিরগঞ্জ-ধাওয়াপাড়া এবং সাতবাড়ীয়া-হাবাসপুর খেয়া ঘাটের দূরত্ব মাত্র ৭/৮ কিলোমিটার। আগে ওই নৌ-পথে যাত্রীপ্রতি ভাড়া নেওয়া হতো ৩০ থেকে ৪০টাকা।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা সেবার মান ভালো না

বকশীগঞ্জ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আকস্মিক পরিদর্শন করেন জামালপুর-১ (বকশীগঞ্জ-দেওয়ানগঞ্জ) আসনের এমপি নূর মোহাম্মদ। আকস্মিক পরিদর্শনের সময় তিনি চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের খোঁজ খবর নেন এবং চিকিৎসা সেবার বেহাল অবস্থা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন । পরিদর্শন শেষে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মুহাম্মদ আজিজুল হককে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল সমস্যা খুঁজে বের করে দ্রুত সময়ে সমাধান করার নির্দেশনা দেন এমপি । জানা যায়, বকশীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যার হাসপাতালটিতে চিকিৎসক থাকার কথা ৪১ জন। অথচ চিকিৎসক আছেন মাত্র পাঁচজন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিরও অভাব রয়েছে। এসব কারণে চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রোগীরা। ২০১৩ সালের ১৩ অক্টোবর ৩১ শয্যার হাসপাতালটি ৫০ শয্যায় উন্নীত করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৫ সালের ১৩ জুলাই হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ। কিন্তু ৯ বছরেও চালু হয়নি ৫০ শয্যার কার্যক্রম। দেওয়া হয়নি প্রয়োজনীয় জনবল ও যন্ত্রপাতি। এমনকি ৩১ শয্যার জনবল সংকট কাটেনি এখনও। ৩১ শয্যার হাসপাতালে চিকিৎসক থাকার কথা ২০ জন। আর ৫০ শয্যার হাসপাতালে চিকিৎসক থাকার কথা ৪১ জন। কিন্তু বকশীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক আছেন মাত্র পাঁচজন। নার্সসহ অন্যান্য পদেও লোকবল সংকট।

সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে বিজিবি-বিএসএফ পর্যায়ে বৈঠক

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর পত্নীতলার ১৪ বিজিবি কর্তৃক বিএসএফ এর সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিরাপদ সীমান্ত, সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ, সীমান্ত আইন লঙ্ঘন, চোরাচালান প্রতিরোধসহ বিজিবি-বিএসএফ বাহিনীর মধ্যে সুসমন্বয় এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের অঙ্গীকারে ১৬৪ শীতল মাঠ ক্যাম্প এলাকায় ব্যাটালিয়নঅধিনায়ক পর্যায়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ বিজিবি সূত্র জানায়, ২৩ মার্চ সকাল সাড়ে ১০ টায় পত্নীতলা ব্যাটালিয়ন (১৪বিজিবি) এবং প্রতিপক্ষ ১৬৪ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, আরাদপুর এর মধ্যে সীমান্ত পিলার ২৫৪ এমপি হতে ২৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঘুরকী নামক স্থানে বিজিবি'র আহবানে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বর্ডারগার্ড বাংলাদেশের পক্ষে ৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ১৪ বিজিরি অধিনায়ক লে. কর্নেল মোঃ হামিদ উদ্দিন, বিজিবিএমএস, পিএসসি। অপরদিকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট বিএসএফ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ভারতের আরাদপুর ১৬৪ ব্যাটানিয়নের কমান্ড্যাট শ্রী সঞ্জয় কুমার মিশ্রা। বর্ণিত সৌজন্য সাক্ষাৎ এ সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ-সীমান্ত লঙ্ঘন, চোরাচালান প্রতিরোধ, সীমান্তবর্তী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পত্নীতলা ব্যাটালিয়ন (১৪বিজিবি) এবং প্রতিপক্ষ ১৬৪ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এর মধ্যে সু-সমন্বয় ও দ্বি প্রাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ফলে বিগত ২বছরে সীমান্তে কোন ধরনের অনাকাংক্ষিত ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এবং উভয় দেশের অধিনায়ক এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। পরিশেষে, সভায় সীমান্তবর্তী জনসাধারণের নিরাপত্তা।

যশোর রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ জমি ইপিজেট কতৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর

অভয়নগর, যশোর প্রতিনিধি : যশোর রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রকল্প এর অধিগ্রহণকৃত জমি প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে- জমি দখল গ্রহণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে। যশোর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শনিবার সকালে অভয়নগর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে জমি দখল ও হস্তান্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যশোরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবরাউল হাসান মজুমদার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বেপজার যুগ্ম সচিব ও সদস্য (প্রকৌশল) মোহাম্মদ ফারুক আলম। এসময় উপস্থিত ছি

মুস্তাফিজের দারুণ বোলিংয়ে জয়ে আইপিএল শুরু চেন্নাইয়ের

স্পোর্টস ডেস্ক : একজনের চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে প্রথম ম্যাচ, আরেকজনের আইপিএল অভিষেক। উপলক্ষ রাঙালেন দুজনই। চমৎকার বোলিং উপহার দিলেন মুস্তাফিজুর রহমান। ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন রাচিন রাভিন্দ্রা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে অনায়াসে হারিয়ে আইপিএলের শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করল চেন্নাই। আইপিএলের ১৭তম আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে ঘরের মাঠে চেন্নাইয়ের জয় ৬ উইকেটে। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বারাম স্টেডিয়ামে শুক্রবার বেঙ্গালুরুর ১৭৩ রান ৮ বল বাকি থাকতে পেরিয়ে যায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। বল হাতে চেন্নাইয়ের নায়ক মুস্তাফিজ। নিজের প্রথম ২ ওভারে মাত্র ৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে বেঙ্গালুরুকে নাড়িয়ে দেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৪ ওভারে ২৯ রান দিয়ে ফাফ দু প্লেসি, ভিরাট কোহলি, রাজাত পাতিদার ও ক্যামেরুন গ্রিনের উইকেট নেন বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার। ম্যাচ সেরাও হন তিনি। আইপিএলে সাত আসরে, ভিন্ন পাঁচ দলের হয়ে খেলে মুস্তাফিজের সেরা বোলিং এটি। আগের সেরা বোলিং ছিল ১৬ রানে ৩ উইকেট, ২০১৬ সালে তার প্রথম আসরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে। প্রথমবার এই টুর্নামেন্টে খেলতে এসে রান তাড়ায় ৩টি করে ছক্কা ও চারে ১৫ বলে ৩৭ রান করেন নিউ জিল্যান্ডের তরুণ ব্যাটসম্যান রাভিন্দ্রা। চেন্নাইয়ের নতুন অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের শুরুটা হলো দারুণ।

মেসিকে ছাড়াই এল সালভাদরকে উড়িয়ে দিলো আর্জেন্টিনা

স্পোর্টস ডেস্ক : কয়েক দফা পরীক্ষা শেষে জানানো হয়েছিল চোটের কারণে আন্তর্জাতিক বিরতিতে আর্জেন্টিনার দুটি প্রীতি ম্যাচে থাকবেন না লিওনেল মেসি। তাকে ছাড়া আর্জেন্টিনার স্কোয়াড ঠিক কেমন করে, তারই একটা ঝলক দেখা গেল শনিবার। মেসি যে দলের প্রাণভোমরা, সেই দলটাই মেসিকে ছাড়া খেলল দাপুটে এক ফুটবল। তাতে আর্জেন্টিনার ভক্তরাও খানিক খুশিই হবেন। লিওনেল স্কালোনির অধীনে দল যে সঠিক কক্ষপথেই আছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রীতি ম্যাচে মেসিবিহীন আর্জেন্টিনার সামনে দাঁড়াতেই পারেনি মধ্য আমেরিকার দেশ এল সালভাদর। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের আক্রমণাত্মক ফুটবলের মুখে এল সালভাদর হেরেছে ৩-০ গোলে। সেন্টারব্যাক ক্রিস্টিয়ান রোমেরো এবং দুই ডিফেন্ডার এনজো ফার্নান্দেজ এবং জিওভানি লো সেলসো আলবিসেলেস্তেদের হয়ে গোলের দেখা পেয়েছেন। এই ফল অবশ্য আরও অনেকটা বড় হতে পারতো। এল সালভাদরের গোলরক্ষক মারিও গঞ্জালেজ একাই লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছেন দলকে। গুণে গুণে ১০ বার গোলবঞ্চিত রেখেছেন আর্জেন্টিনাকে। এর বাইরে এদিন বল দখল, আক্রমণ কিংবা সুযোগ তৈরি কোথাও আর্জেন্টিনাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি এল সালভাদর। পুরো ম্যাচে আর্জেন্টিনার ৮০ শতাংশ বল দখলের বিপরীতে এল সালভাদর দখলে বলছিল মাত্র ২০ শতাংশ সময়। আর্জেন্টিনা ১৪টি লক্ষ্যে রেখেছে, এল সালভাদর সেখানে শটই নিতে পেরেছে মাত্র ২টি। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণে যেতে শুরু করে আর্জেন্টিনা। মাঝমাঠের দখল নিয়েই আক্রমণগুলো তৈরি করে তারা। আর্জেন্টিনা আক্রমণাত্মক খেলার ফল পেয়েছে ম্যাচের ১৬ মিনিটে। কর্নার থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করে আর্জেন্টিনাকে লিড এনে দেন রোমেরো। এগিয়ে গিয়ে আক্রমণের ধার আরও বাড়ায় লিওনেল স্কালোনির দল। ২৯ মিনিটে অবশ্য সমতা ফেরানোর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল এল সালভাদর। ম্যাচে তাদের সবচেয়ে বড় সুযোগ ছিল সেটিই। ৪২ মিনিটে আর্জেন্টিনার হয়ে ব্যবধান ২-০ করেন এনজো ফার্নান্দেজ। নিজেই আক্রমণের শুরু করেছিলেন। ডি মারিয়ার পা হয়ে বল চলে যায় প্রতিপক্ষ ডিফেন্সে। ফাঁকায় দাঁড়ানো লো সেলসোই গোল পেতেন। তবে বল প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে চলে আসে ফাঁকায় থাকা এনজোর সামনে। সহজেই তা জালে জড়ান চেলসির মিডফিল্ডার। বিরতির পরও দেখা মিলেছে একই চিত্রের। আর্জেন্টিনার দাপটের সামনে এল সালভাদরের রক্ষণ পরাস্ত হয়েছে বারবার। এরমাঝেও অবশ্য টিকে ছিলেন গোলরক্ষক মারিও। ৫২ মিনিটে ম্যাচে আর্জেন্টিনার তৃতীয় গোলটি করেন লো সেলসো। তিন গোলে এগিয়ে গিয়েও আক্রমণের ধার কমায়নি আর্জেন্টিনা। শেষদিকে তিন মিডফিল্ডার লো সেলসো, ডি পল এবং এনজোকে তুলে নিলে কিছুটা খেই হারায় আর্জেন্টিনার আক্রমণ। আলেহান্দ্রো গার্নাচো কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন বটে। তবে সেটা খুব বেশি কাজে আসেনি।

ব্রাজিলের নতুন শুরু

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বোমাটি ফাটালেন তিতে। আচমকাই ঘোষণা দিলেন, কাতার বিশ্বকাপ শেষে ব্রাজিলের ডাগআউট থেকে নেবেন বিদায়। যদিও তৃপ্তির চূড়ায় পৌঁছে বিদায় নেওয়া হয়নি তিতের। মরুভূমির বিশ্বকাপে ব্যর্থতার চোরাবালিতে হারিয়ে যায় ব্রাজিল। তিতে চলে গেলেন ঘোষণা অনুযায়ী। এরপর, ব্রাজিলের দুঃস্বপ্নময় পথচলা দীর্ঘায়িত হলো আরও! আগেভাগে তিতের সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনকে (সিবিএফ) অবশ্য কিছুটা সুবিধা করে দিয়েছিল। নতুন কোচের সন্ধানে প্রচুর সময় পেয়েছিল সংস্থাটি। কিন্তু নানা কারণে এত সময়ও যথেষ্ট হলো না। ফলে, দুঃসময়ের ঘোরপাক থেকে বেরিয়ে আসা হয়নি বিশ্বকাপের রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের। বরং সময় যত গড়িয়েছে, ততই যেন আরও ফিকে হয়েছে তারা। যারাই এসেছেন, শক্ত হাতে হাল ধরতে পারেননি কেউ। তিতে-পরবর্তী সময়ে সেলেসাওরা চলেছে দুই অর্ন্তবর্তীকালীন কোচের হাত ধরে- রামোন মেনেজেস ও ফের্নান্দো জিনিস। আরও একজন কোচের নাম ঘুরেফিরে উচ্চারিত হয়েছে সিবিএফের কর্মকর্তাদের মুখে, বারবার। প্রকাশ্যে তারা এ নিয়ে বুলিও আউড়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়নি- নামটি হচ্ছে।

লঙ্কানদের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে পারেন সাকিব

স্পোর্টর্স ডেস্ক : শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। খেলছিলেন শেখ জামালের হয়ে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে। তবে লঙ্কানদের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে ফিরতে পারেন তিনি। সব কিছু ঠিক থাকলে চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্টে তার খেলার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস সাকিবের খেলার সম্ভাবনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ৩০ মার্চ। সাকিব যদি পর্যাপ্ত ফিট থাকেন তাহলেই দ্বিতীয় টেস্টে খেলবেন বলে জানিয়েছেন। মুশফিকুর রহিমের ইনজুরির কারণে টেস্ট দলে অভিজ্ঞতার ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যার ছাপ পড়েছে সিলেটে টেস্টেই। এই অবস্থায় অভিজ্ঞতার ঘাটতি পূরণ করতেই মূলত সাকিব নিজ থেকেই খেলতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে জালাল ইউনুস বলেছেন,

'সাকিব নিজেই আগ্রহ দেখিয়েছে। আশা করছি, দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে সাকিব আবারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'সাকিব আগেভাগেই বলে রেখেছিল সে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অন্তত একটি ওয়ানডে আর টেস্ট টেস্ট খেলতে আগ্রহী এবং সেটা অন্তত একমাস আগে আমার কাছেই বলেছিল। ওয়ানডেতে না পারলেও এখন সে দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টের জন্য নিজেকে তৈরি করছে এবং আমরাও নীতিগতভাবে রাজি। সবকিছু ঠিক থাকলে সাকিব লঙ্কানদের বিপক্ষে শেষ টেস্ট খেলবে।' শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুটি টেস্টই খেলার চিন্তা ছিল সাকিবের। ফিটনেস ইস্যুতে সেই সুযোগ পাননি তিনি। ম্যাচ ফিটনেস পেতে শেখ জামাল ধানমন্ডির হয়ে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলছেন। লিগে নিজের প্রথম ম্যাচে তিনে নেমে ব্যাট হাতে ১৪ বলে ১৯ রান করেছেন। বোলিংয়ে ৭ ওভারে ৩৯ রান দিয়ে বাঁহাতি এই অলরাউন্ডারের শিকার ছিল ৩ উইকেট। প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুও তেমন ইঙ্গিতই দিয়ে বলেছেন, 'সব কিছুই নির্ভর করছে ওর ফিটনেসের ওপর। আগামী ২/১ দিনের মধ্যে সাকিবের কাছ থেকে আমরা একটা বার্তা পাবো। হয়তো লিগের আরও একটি ম্যাচ খেলে নিজের ব্যাপারে সাকিব বুঝতে পারবে। ফিরতে চাইলে ওকে অবশ্যই স্বাগতম।'

বোলারদের নিয়ে মুখ খুললেন ফাহিমা

স্পোর্টস ডেস্ক : তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার ৭৮ রানে ৫ উইকেট তুলে নেওয়ার পরও ২০০ রানের নিচে আটকাতে পারেনি বাংলাদেশ। মিরপুরের মন্থর উইকেটে সে রান তাড়া করতে গিয়ে ১১৮ রানের বড় ব্যবধানে হারে স্বাগতিকরা। হারের পর বোলারদের দুষেছেন সহ-অধিনায়ক নাহিদা আক্তার। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে নামার আগে গতকাল শনিবার নাহিদার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করলেন লেগ স্পিনার ফাহিমা খাতুন। এক প্রশ্নের জবাবে ফাহিমা বলেন, 'আমি মনে করি আমাদের বোলাররা অনেক ভালো বোলিং করেছে। অন্যান্য দলের বিপক্ষে তারা তিন শর বেশি রান করেছে। আমি মনে করি আমাদের বোলারদের বিপক্ষে তারা ভুগেছে।' সাম্প্রতিক সময়ে ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে বাংলাদেশ নারী দল। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই হার দেখিয়েছে কঠিন বাস্তবতা। যে বাস্তবতা মেনে নিয়ে সিরিজে ফেরার লড়াইয়ে আজ রোববার দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামবেন নিগার সুলতানারা। পাশাপাশি ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা করে নেওয়ার চ্যালেঞ্জও আছে। কারণ সরাসরি ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে হলে পয়েন্ট টেবিলের সেরা ৬-এর মধ্যে থাকতে হবে। এই চক্রে স্বাগতিক ভারত ও পয়েন্ট টেবিলের প্রথম পাঁচ দল পাবে সরাসরি ২০২৫ বিশ্বকাপ খেলার টিকিট। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজে তাই পয়েন্ট টেবিলে নিজেদের অবস্থান উন্নতির দিকে মনোযোগ দেওয়ার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের। ফাহিমা বলেন, 'আজ রোববার আমরা ভালো খেলার

চেষ্টা করব। আসলে ক্রিকেট খেলাটাই এমন। একটা চাপ থেকে যায়, প্রশ্ন থেকে যায়, আমরা ক্যারিয়ার কতটা বিল্ড করতে পেরেছি। এখানে সবার সুযোগ আছে। ব্যাটিং বলেন, ফিল্ডিং বলেন, বোলিং বলেন। বড় দলের বিপক্ষে চাইব আমাদের সেরাটা খেলার।'

বড় ব্যবধানে স্কটিশদের হারিয়েও অসন্তুষ্ট ডাচ কোচ

স্পোর্টস ডেস্ক : ৪-০ গোলের জয়। ফলাফল বলছে, স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে সহজ জয় পেয়েছে নেদারল্যান্ডস। আধিপত্য করেছে মাঠে। আসলে তেমনটা ছিল না মোটেও। আর তাই দলের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট নন রোনাল্ড কুমান। ডাচ কোচের মতে, এমন খেললে আসছে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা সম্ভব নয় তাদের। আগামী জুনে অনুষ্ঠেয় ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় নামার আগে দলকে আরেকবার পরীক্ষা করার সুযোগ পাবেন কুমান। আগামী মঙ্গলবার রাতে জার্মানির বিপক্ষে খেলবে তার দল। এর আগে ঘরের মাঠ ইয়োহান ক্রুইফ অ্যারেনায় শুক্রবার তারা মুখোমুখি হয় স্কটল্যান্ডের। ইউরো ২০২৪ এর লড়াইয়ে নামার আগে দুই প্রীতি ম্যাচকে প্রস্তুতির বড় মঞ্চ হিসেবে দেখছে ডাচরা। এর প্রথমটিতে বড় জয় এলেও দলের পারফরম্যান্স পছন্দ হয়নি কুমানের। ম্যাচের প্রথমার্ধে এলোমেলো ফুটবল খেলে নেদারল্যান্ডস।

এই সময়ে তাদের চেপে ধরে স্কটল্যান্ড। যদিও শেষ পর্যন্ত ৪০তম মিনিটে টিজানি রেইডর্সের গোলে এগিয়ে যায় ডাচরাই। ব্যবধান ধরে রেখে শেষ করে তারা প্রথমভাগ। দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের খুঁজে পেতে শুরু করে স্বাগতিকরা। ৭২তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জর্জিনিয়ো ভেইনালডাম। শেষ দিকে ৮৪তম মিনিটে ভাউট বেহর্স্ট ও ৮৬তম মিনিটে ডনিয়েল মালনের গোলে বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ডাচরা। ম্যাচ শেষে নেদারল্যান্ডস কোচ কুমান জানান, জয়ের ব্যবধান বড় হলেও দলের পারফরম্যান্স মন জয় করতে পারেনি তার। "৪-০ গোলে জয়ের পরও সন্তুষ্ট না হওয়া অবশ্যই অবাক করার বিষয়, কিন্তু এটাই এখন বাস্তবতা। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধ ছাড়া বল পায়ে আমরা একদমই ভালো ছিলাম না। এভাবে খেলে আমরা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে পারব না।" "আমাদের শুরুটা এলোমেলো ও মন্থর ছিল, এমন দলের বিপক্ষে যারা আমাদের চেপে ধরেছিল। খেলা গুছিয়ে ওঠার সময় যখন আপনি এই ধরনের ভুল করবেন, বল দখলে রাখতে ভুগবেন, তখন আপনি ম্যাচে ভালো অবস্থায় থাকতে পারবেন না।

আইসিসির প্যানেলে বাংলাদেশের চার নারী আম্পায়ার

স্পোর্টস ডেস্ক: গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের আম্পায়ারিংয়ে যুক্ত হয়েছে নতুন দিগন্ত। বড় মঞ্চে নিয়মিত দেখা মিলছে শরফুদৌল্লা ইবনে শহীদ সৈকত, গাজী সোহেল, মাসুদুর রহমান মুকুলদের। এবার সে যাত্রায় যুক্ত হচ্ছেন বাংলাদেশের নারী আম্পায়াররা। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ থেকে আইসিসির ডেভেলপমেন্ট প্যানেলে যুক্ত হয়েছেন চার নারী আম্পায়ার। তাঁরা হলেন সাথিরা জাকির জেসি, মোছা. রোকেয়া সুলতানা, ডলি রানি সরকার ও চম্পা চাকমা। এই চারজনের সঙ্গে আইসিসির আন্তর্জাতিক ম্যাচ রেফারি হিসেবে।

স্বাস্থ্য

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি খাবার থেকে মেটানো সম্ভব

স্বাস্থ্য ডেস্ক : শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকলে বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়ে। যার মধ্যে অন্যতম হলো অস্টিওপোরোসিস ও অস্টিওপোনিয়া। ক্যালসিয়ামের অভাবে শিশুদের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই প্রত্যেকেরই জানা প্রয়োজন প্রতিদিন ঠিক কতটুকু ক্যালসিয়াম শরীরে প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজন কোন খাবার থেকে মেটানো সম্ভব? ক্যালসিয়াম শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি খনিজ। সুস্থতা নিশ্চিত করতে তাই সবারই শরীরে ক্যালসিয়াম নিশ্চিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের ১০০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ও ৬০০ ইউনিট ভিটামিন 'ডি' প্রয়োজন হয়। তবে বয়স্ক নারী-পুরুষদের ক্ষেত্রে ১২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা। পুষ্টিবিদরা বলছেন, শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকে আর সেটি যদি সঠিক সময়ে পূরণ না হয় তবে দীর্ঘকালীন রোগ শরীরে বাসা বাঁধার সুযোগ পায়। যেমন: মেরুদণ্ড-পেশির সমস্যা, নখ-ত্বক-দাঁত-চুলের সমস্যা, বিষণ্নতা, ক্লান্তিবোধ ইত্যাদি। ক্যালসিয়ামের অভাবে ভয়ংকর যে রোগটি হয় তা হলো অস্টিওপেনিয়া ও অস্টিওপরোসিস। সোজা ভাষায় যাকে হাড় ক্ষয়রোগ বলা যায়। এ রোগে আক্রান্ত হলে অকালেই আপনাকে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হবে। তাই নিয়মিত ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার ডায়েটে রাখতে পারেন। দুধ, ডিম, দই, পনির, বাদাম, কিশমিশ, সাদা তিল, কুমড়ার বীজ, আখরোট, ডাল, সামুদ্রিক মাছ, শুঁটকির মতো খাবারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। তবে মনে রাখবেন ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার খেলে চকলেট, কার্বোনেটযুক্ত পানীয় ক্যালসিয়াম শোষণে বাধা দেয়। তাই চেষ্টা করবেন ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার খেলে এ ধরনের খাবার এড়িয়ে চলতে। পাশাপাশি যে বিষয়টি আপনার মনে রাখতে হবে তা হলো ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে ভিটামিন এ, সি এবং ডি। আয়রনও ম্যাগনেশিয়ামযুক্ত খাবারও ক্যালসিয়ামের কাজে সাহায্য করে। তাই যখন ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার খাবেন তখন ভিটামিন এ।

সুস্থ থাকতে প্রতিদিন কত লিটার পানি খাবেন?

স্বাস্থ্য ডেস্ক : শীতের মৌসুম চলে গিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে গরমের সময়। গরমকালে একটু বের হলেই প্রচণ্ড ঘাম হয়। শরীর থেকে অনেকটা পানি বেরিয়ে যায়। শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়ে। তাই চিকিৎসকরা দিনে অন্তত ২ থেকে ৩ লিটার পানি খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। পানির তৃষ্ণা না পেলেও এই পরিমাণ পানি খেতেই হবে। কিন্তু কেন? চিকিৎসকেরা বলছেন, শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক রাখার জন্য পানি খাওয়া জরুরি। কিন্তু সেই পানির পরিমাণ ২ থেকে ৩ লিটারেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কারণ, বেশি পানি খেলে আবার উল্টো বিপত্তি ঘটতে পারে। নিয়মিত ২ থেকে ৩ লিটার পানি শরীরে ঠিক কোন কোন কাজে সাহায্য করে? ১. দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখে দেহের নিজস্ব তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে পানি। পর্যাপ্ত পানি খেলে ঘামের পরিমাণ বাড়ে। আর ঘামলে শরীর ঠান্ডা থাকে। আবহাওয়ার তাপমাত্রা বেড়ে গেলে শরীরকে ভিতর থেকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে ঘাম। ২. দূষিত পদার্থ দূর করে শরীরে জমা টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে পানি। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি না খেলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। ঘাম এবং মূত্রের পরিমাণও কমতে থাকে। কিডনির কাজ ঠিক রাখতে গেলেও পানি খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

৩. খাবার হজমে সাহায্য করে খাবার খাওয়ার পর পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি না খেলে হজমে গোলমাল হতে পারে। খাবার পরিপাক তো বটেই, খাদ্যনালি থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত খাবার নিয়ে যেতেও সাহায্য করে পানি।

৪. অস্থিসন্ধির কার্যক্ষমতা স্বাভাবিক রাখে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় থাকা তরুণাস্থি এবং অস্থিসন্ধির কার্যকারিতা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে পানি। অস্থিসন্ধি নমনীয় রাখতে পানির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ৫. রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে রক্ত প্রবাহে গতি আনতেও সাহায্য করে পানি। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং শরীর হাইড্রেটেড রাখতে দিনে অন্তত পক্ষে ২ লিটার পানি খাওয়া প্রয়োজন।

ইফতারের পর ধূমপানে যেসব বিপদ হতে পারে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : রমজান মাস সংযমের মাস। রোজা থাকা অবস্থায় দিনের আলোয় খাবার, পানীয় এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকেন মুসল্লিরা। সারাদিন সংযম থেকে ইফতারের পরপর অনেকেই ধূমপান করেন। আপনি জানেন কি এতে আপনার শরীর ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যদিও যে কোনো সময়ই ধূমপান করা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক না কেন, ধূমপানের ক্ষতিকারক প্রভাব থাকে। যারা ধূমপানে আসক্ত তাদের জন্য রোজার মাস উপযুক্ত সময় এই আসক্তি বর্জন করার। পরামর্শ দিয়েছেন সেন্টার ফর সাইকোট্রমাটোলজি অ্যান্ড রিসার্চের পরিচালক এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও মনোসামাজিক স্বাস্থ্য গবেষক ডা. রিফাত আল মাজিদ। যারা ইফতারের পর ধূমপান করেন তাদের অ্যাসিডিটির সমস্যা অনেক সময় বেড়ে যায়। কেননা, ধূমপান পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে গ্যাস্ট্রাইটিস বা পাকস্থলীতে প্রদাহ তৈরি হয়। এ ছাড়া ধূমপানের ফলে ফুসফুসের প্রদাহসহ নানাবিধ শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়। সারা দিন রোজা রেখে ইফতারির পর ধূমপান করা মাহে রমজানের মূলনীতি বিরুদ্ধ ও শরীরের জন্যও ক্ষতিকর। এটি স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয়।

ওষুধ ছাড়াই ইউরিক অ্যাসিড কমানোর উপায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য শরীরের ওপর ইউরিক অ্যাসিডের প্রভাব এবং এর ভূমিকা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউরিক অ্যাসিড হলো একধরনের রাসায়নিক, যা ফিল্টার করে কিডনি থেকে অপসারণ করা হয়। কোনো কারণে কিডনি শরীরের অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড অপসারণ করতে অক্ষম হলে তার মাত্রা বেড়ে যায়। ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা থেকে সরাসরি প্রভাব পড়ে কিডনিতে। তাই এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেই অনুযায়ী চলতে হবে। পাশাপাশি খেয়াল রাখতে হবে খাদ্য তালিকায়ও। ইউরিক অ্যাসিড বাড়লে গাঁট, হাঁটু, গোড়ালি, পায়ের নিচে ব্যথা হয়। এর থেকে পরে আরও সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে খেতে হবে এই খাবারগুলো- ফাইবারজাতীয় খাবার শাকসবজির মধ্যে ফাইবার ভরপুর। যেমন: ডাল, ফলমূল, শাকসবজি, ওটস ও বার্লি, মটরশুঁটি, শিম ও বিনজাতীয় খাবার ইত্যাদি। কলা কলা বেশ উপকারী ও সহজলভ্য। বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে এর উপকারিতা সম্পর্কে নানা তথ্য। বিশেষ করে এটি ইউরিক অ্যাসিডের মতো সমস্যায় বেশ উপকারী। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়মিত কলা খেলে ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে থাকে। কারণ, কলায় থাকে প্রচুর ফাইবার। সেই সঙ্গে থাকে পটাশিয়াম যা শরীরকে সচল রাখতে কাজ করে। আপেল আপেল ইউরিক অ্যাসিডের মতো সমস্যা নিয়ন্ত্রণেও বেশ কার্যকরী। আপেলে থাকে প্রচুর ডায়েটারি ফাইবার যা রক্তের? ইউরিক অ্যাসিড শোষণ করে নেয় সহজেই। সেই সঙ্গে এই ফলে থাকে ম্যালিক অ্যাসিড যা শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। টকজাতীয় খাবার সাধারণত টকজাতীয় খাবার খেলে ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে থাকে। যেমন: কমলা লেবু, পাতি লেবু, মরিচ ইত্যাদি। হলুদ হলুদে থাকা কারকিউমিন প্রদাহ কমায়। ফলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। নিয়মিত হলুদ খেলে এ ধরনের সমস্যা থেকে দূরে থাকা যায়। গ্রিন টি গ্রিন টি-তে ক্যাচিন উপস্থিত যা প্রোটিন জাতীয় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। আর এটি আমাদের ইউরিক অ্যাসিড কমাতে সাহায্য করে।

বাদাম বিশেষ ধরনের, মানে ব্রাজিলে উৎপাদিত বাদাম, আমন্ড, ম্যাকাডেমিয়া বাদাম ও আখরোটে সাধারণত পিউরিনের পরিমাণ কম থাকে, যা ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সাহায্য করবে। ব্রাজিলে উৎপাদিত বাদামে পিউরিনের পরিমাণ মাত্র ৪০ মিলিগ্রাম। তবে রাস্তায় আমরা সচরাচর যে বাদামগুলো দেখতে পাই, ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে সেগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ, প্রতি কাপে সেগুলোতে পিউরিনের পরিমাণ ৮০ মিলিগ্রাম। অলিভ অয়েল শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসতে অলিভ অয়েলের জুড়ি নেই। অলিভ অয়েলে রয়েছে প্রদাহরোধী ক্ষমতা। তাই ইউরিক অ্যাসিডের প্রদাহ থেকে বাঁচতে সবজি, সালাদ ও পাস্তাতে অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন।

ঘন ঘন জ্বর হতে পারে কিডনির অসুখের লক্ষণ

স্বাস্থ্য ডেস্ক : গরম হোক কিংবা শীতকাল পানি ঠিকমতো না পান করলে শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে শুরু করে। কোনো ধরনের ক্রনিক অসুখ না থাকলে দিনে আড়াই থেকে তিন লিটার পানি পান করা আবশ্যক। কিডনির যাবতীয় অসুখের সূত্রপাত হয় কিন্তু এই একটা ভুলেই। কিডনিতে সমস্যা হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। কিডনি বিকল হয়ে গেলে মৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়ে। খাওয়াদাওয়ায় ব্যাপক অনিয়ম, শরীরের অতিরিক্ত ওজন, বিশেষ কিছু সাপ্লিমেন্ট ও ওষুধের ব্যবহারের কারণে কিডনিতে পাথর জমে। কিডনিতে পাথর জমলে ভয়ের খুব বেশি কারণ না হলেও দ্রুত সেই পাথর শরীর থেকে বের না হলে সমস্যা বাড়তে পারে। এই সমস্যা আপনার মূত্রনালির যে কোনো অংশকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রস্রাবের রং হলুদ থেকে লালচে হলে তা কিন্তু কিডনিতে পাথর জমার লক্ষণ। এ রকম সমস্যা হলে আগেভাগেই সতর্ক হতে হবে। জেনে নিন আরও কী কী লক্ষণ দেখা দিলেই সতর্ক হবেন-১. কিডনিতে পাথর জমলে পিঠের দিকে পাঁজরের দু'পাশে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হতে পারে। ব্যথা যদি দীর্ঘদিন ধরে হয়, তাহলে অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ২. ঘন ঘন তলপেটে যন্ত্রণাও কিন্তু কিডনিতে পাথর জমার ইঙ্গিত হতে পারে। দীর্ঘদিন এই ব্যথা হলে সাধারণ সমস্যা বলে এড়িয়ে যাবেন না। ৩. কিডনিতে পাথর জমলে প্রস্রাবের সময়ে কিংবা প্রস্রাবের পরবর্তী সময়ে জ্বালা অনুভব হয়। প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপাত হলে তা আরও চিন্তার। প্রস্